Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmrbbd@gmail.com

Falgun 18, 1430 Bangla, March 02, 2024, Saturday, No. 62, 54th year

H I G H L I G H T S

PM Sheikh Hasina has bemoaned that there was no fire exit in the multi-storied building that caught fire on Bailey Road leaving dozens of people dead. She urges all to follow the rules & regulations while constructing any building. (VOA: 7)

The prime minister while inaugurating the National Insurance Day-2024 asks all concerned to take prompt measures to meet the insurance claims at the quickest possible time to encourage people to come under insurance coverage. (R. Tehran: 11)

Road Transport and Bridges Minister Obaidul Quader says, the increase in electricity prices will not put pressure on general consumers. (Jago FM: 19)

Environment Minister says, Bangladesh's contribution to climate change is insignificant. Nevertheless, the country faces dire challenges such as melting glaciers, floods & rising sea levels. (VOA: 8)

The cabinet of Bangladesh under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina was expanded. Seven fresh faces were sworn in as state ministers in the cabinet. (VOA: 10; BBC: 3)

State Minister for Disaster Management & Relief Md Mohibbur Rahman says strict action will be taken if anyone is found guilty of the fire in the multi-storied building on Bailey Road. (R. Today: 15)

DMP arrested two owners of Chumuk restaurant & the manager of Kacchi Bhai restaurant of the building which was engulfed by fire on Bailey Road in the capital. They are being interrogated. (Jago FM: 22)

The death toll from the fire at a multi-storey building in the capital's Bailey Road rose to 46. Out of these, 41 bodies have been identified & 38 bodies have been handed over to their families. A five-member investigation committee has been formed. (R. Today: 16; VOA: 7)

The price of essential commodities like edible oil, sugar, pulses & onions have increased before the arrival of Ramadan. The price of beef, broiler chicken & golden chicken has also increased. (R. Today: 16)

The Hamas-run health ministry says more than 30,000 people have been killed in Gaza. Most of the victims were women and children. The actual death toll could be much higher. (BBC: 22)

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
ফাল্গুন ১৮, বাংলা ১৪৩০, মার্চ ০২, ২০২৪, শনিবার, নং- ৬২, ৫৪তম বছর

শিরোনাম

বেইলি রোডে যে বহুতল ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কয়েক ডজন মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে, সেখানে অগ্নি নির্গমন পথ না থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। যে কোনো ভবন নির্মাণের সময় তিনি সকলকে নিয়ম-কানুন মেনে চলার আহ্বান জানান। (ভোয়া : ৭)

প্রধানমন্ত্রী জাতীয় বীমা দিবস-২০২৪-এর উদ্বোধন করার সময় লোকেদের বীমা কভারেজের আওতায় আসতে উৎসাহিত করার জন্য দ্রুততম সময়ে বীমার দাবি পূরণের জন্য তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে আহ্বান জানান। (রে. তেহরান : ১১)

এবারের বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধিতে সাধারণ গ্রাহকদের ওপর কোনো চাপ পড়বে না বলে মন্তব্য করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। (জাগো এফএম : ১৯)

পরিবেশমন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের অবদান নগণ্য। তা সত্ত্বেও, হিমবাহ গলে যাওয়া, বন্যা ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির মতো বিরূপ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ। (ভোয়া : ৮)

শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের মন্ত্রিসভা সম্প্রসারিত হলো। শপথ নিয়েছেন সাত প্রতিমন্ত্রী।
(ভোয়া : ১০; বিবিসি : ৩)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী হাবিবুর রহমান বলেছেন বেইলি রোডের বহুতল ভবনে আগুনের ঘটনায় কেউ দোষী সাব্যস্ত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। (রে. টুডে : ১৫)

রাজধানীর বেইলি রোডে আগুন লাগা ভবনের নিচতলার চুমুক রেস্টুরেন্টের দুইজন মালিক ও কাচ্চি ভাই রেস্টুরেন্টের ম্যানেজারকে আটক করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ, ডিএমপি। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। (জাগো এফএম : ২২)

রাজধানীর বেইলি রোডে একটি বহুতল ভবনে অগ্নিকাণ্ডে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৪৬ হয়েছে। এর মধ্যে ৪১ জনের মরদেহ সনাক্ত এবং ৩৮ জনের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন।
(রে. টুডে : ১৬; ভোয়া : ৭)
রমজান আসার আগেই বেড়েছে ভোজ্য তেল, চিনি, ছোলা, খেজুর ও পেঁয়াজের মত নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম। বেড়েছে গরুর মাংস, ব্রয়লার মুরগি, সোনালি মুরগি ও কক মুরগির দাম। (রে. টুডে : ১৬)

হামাস-চালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে গাজায় ৩০,০০০ জনেরও বেশি নিহত হয়েছে। নিহতদের বেশির ভাগই নারী ও শিশু। মৃতের প্রকৃত সংখ্যা অনেক বেশি হতে পারে। (বিবিসি : ২২)

বিবিসি

নতুন সাত প্রতিমন্ত্রী কারা, কী দায়িত্ব তাদের

বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভায় যুক্ত হলেন নতুন সাত সদস্য। তারা সবাই প্রতিমন্ত্রী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় নতুন প্রতিমন্ত্রীদের শপথ পড়ান রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন। এর আগে দুপুরে তাদের নাম প্রকাশ করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পক্ষ থেকে। সাত জনের মধ্যে নারী চারজন। তারা সবাই সংরক্ষিত আসনের সদস্য হিসেবে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি শপথ নিয়েছেন। সংরক্ষিত নারী আসন থেকে একসাথে এতজনকে মন্ত্রিসভায় ঠাঁই দেয়ার ঘটনা বিগত সংসদগুলোতে দেখা যায়নি। আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দ্বাদশ সংসদের মন্ত্রিসভা গঠিত হয় ১১ জানুয়ারি। প্রধানমন্ত্রীসহ এর সদস্য সংখ্যা ছিল ৩৭ জন। ২৫ জন পূর্ণমন্ত্রী এবং ১১ জন প্রতিমন্ত্রী তখন শপথ নেন। নতুন সদস্যরা যুক্ত হওয়ায় বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভার আকার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৫ জনে। প্রতিমন্ত্রীর সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ১৮ জনে। শপথ গ্রহণের পরে তাদের মন্ত্রণালয়ও বণ্টন করে দেয়া হয়েছে। নতুন এই সাত প্রতিমন্ত্রী হলেন:মো. শহীদুজ্জামান সরকার, মো. আবদুল ওয়াদুদ, মো. নজরুল ইসলাম চৌধুরী, রোকেয়া সুলতানা, শামসুন নাহার, ওয়াসিকা আয়শা খান, নাহিদ ইজাহার খান।

মো .শহীদুজ্জামান সরকার

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নওগাঁ– ২ (পত্নীতলা ও ধামইরহাট) আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। চতুর্থবারের মতো জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব করছেন মি. সরকার। বর্তমান মন্ত্রিসভায় পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাকে। একজন প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে সাত জানুয়ারি নির্বাচনের আগে নওগাঁ–২ আসনে ভোট গ্রহণ বাতিল করা হয়েছিল। পরে ১২ ফেব্রুয়ারি সেই ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। মি. সরকার পেশায় একজন আইনজীবী।

মো. আবদুল ওয়াদুদ

মো. আব্দুল ওয়াদুদকে দেয়া হয়েছে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব। মি. ওয়াদুদ রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। তিনি ২০০৮ এ নবম সংসদে প্রথমবারের মতো নির্বাচিত হন। ২০১৮ পর্যন্ত দুই মেয়াদে রাজশাহী-৫ আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন তিনি। খাদ্যমন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন মি. ওয়াদুদ। একাদশ সংসদে তিনি দলীয় মনোনয়ান পাননি। তবে এবার নৌকা প্রতীকে জয়ী হয়ে তৃতীয়বারের মতো সংসদীয় আসন নিশ্চিত করেন আবদুল ওয়াদুদ।

মো. নজরুল ইসলাম চৌধুরী

চট্টগ্রামের চন্দনাইশের সংসদ সদস্য নজরুল ইসলাম চৌধুরী। তাকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এর আগে তিনি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে সদস্য ছিলেন তিনি। সদস্য ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতেও। টানা তিনবার চট্টগ্রাম-১৪ আসন থেকে সংসদ সদস্য হয়েছে মি. চৌধুরী। পেশায় তিনি একজন ব্যবসায়ী।

রোকেয়া সুলতানা

রোকেয়া সুলতানাকে দেয়া হয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিববার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব। আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক মিজ সুলতানা। এবারই প্রথম সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। সংরক্ষিত নারী আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পান এই সাবেক ছাত্রনেতা। রংপুর মেডিকেলে পড়ার সময় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন রোকেয়া সুলতানা।

শামসুন নাহার

আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক সামসুন্নাহার চাঁপা। তিনিও এবারই প্রথম সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য হয়েছেন। তাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তিনি আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাকের বোন। ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হল শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক। কর্মজীবনে সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। সর্বশেষ তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট থেকে ২০১৫ সালে অবসরে যান।

ওয়াসিকা আয়শা খান

ওয়াসিকা আয়শা খান বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অর্থ ও পরিকল্পনা সম্পাদকের দায়িত্বে রয়েছেন। সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য হিসেবে মনোনীত হওয়ার পর পেলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব। দশম এবং একাদশ সংসদেও সংরক্ষিত আসনে দলের মনোনয়ন পেয়েছিলেন তিনি। সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির। এছাড়া, তিনি কন্সালটেন্সি ও শিক্ষকতা পেশার সাথে যুক্ত।

নাহিদ ইজাহার খান

একাদশ সংসদেও সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনীত হয়েছিলেন তিনি। এবার তাকে দেয়া হলো সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব। নাহিদ ইজাহার খান পেশাগত জীবনে একজন শিক্ষক। তার বাবা কর্নেল নাজমুল হুদা

১৯৭৫ সালের তেসরা নভেম্বরের সামরিক অভ্যুত্থানে মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। সাতই নভেম্বর তাদেরকে একসঙ্গেই হত্যা করা হয়। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ০১.০৩.২০২৪ রিহাব)

বেইলি রোডের ভবনটিতে বেশিরভাগ রেস্টুরেন্ট, সিঁড়িতে ছিল গ্যাস সিলিন্ডার

রাজধানীর বেইলি রোডে সাত তলা একটি বাণিজ্যিক ভবনে ভয়াবহ আগুনে নিহতদের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর চলছে। ঢাকার জেলা প্রশাসক আনিসুর রহমান বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন, নিহত ৪৬ জনের মধ্যে ৩৮ জনের পরিচয় সনাক্ত করা গেছে। এখনো পর্যন্ত সাত জনের পরিচয় সনাক্ত করা যায়নি। এখনো ৮টি মরদেহ হস্তান্তর বাকি রয়েছে বলে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এক সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়েছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৩৪ জন, শেখ হাসিনা বার্ন ইউনিটে ১০ জন এবং পুলিশ হাসপাতালে এক জন মারা গেছে। এর আগে জেলা প্রশাসক আনিসুর রহমান বলেন, "আমরা ইতিমধ্যে ২৪টি লাশ হস্তান্তর করেছি। ২১ জন এখনো প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। স্বজনরা আসছেন। আমাদের কাজ চলমান আছে।" মি. রহমান জানান, আগুনের ঘটনা কমপক্ষে ৬০ থেকে ৭০ জনের মতো আহত হয়েছে। এদের মধ্যে বেশিরভাগই তিনটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এগুলো হচ্ছে, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, শেখ হাসিনা বার্ন ইউনিট এবং রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতাল। তবে ব্যক্তিগত উদ্যোগেও অনেকে আশেপাশের আরো অনেক হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। অনেকেই চিকিৎসা নিয়ে বাড়িতেও চলে গেছেন বলে জানান তিনি। হাসপাতালে যারা চিকিৎসাধীন আছেন তাদের মধ্যে অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন।

এর আগে ঘটনাস্থল থেকে ৭৫ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৪৬ হয়েছে। যারা মারা গেছেন তাদের মধ্যে বেশিরভাগ কার্বন মনোক্সাইড নামে বিষাক্ত গ্যাস নিঃশ্বাসের সাথে গ্রহণ করার কারণে মারা গেছেন। আহতদের মধ্যেও অনেকেই এই গ্যাস নিঃশ্বাসের সাথে গ্রহণ করেছেন। বদ্ধ ঘরে আটকে পড়ার কারণে তারা এই গ্যাসের সংস্পর্শে এসেছেন। "একটা বদ্ধ ঘরে যখন বেরুতে পারে না, তখন এই ধোঁয়াটা শ্বাসনালীতে চলে যায়। প্রত্যেকেরই তা হইছে। যাদের খুব বেশি হইছে তারা বাঁচতে পারে নাই, অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে তারা মারা গেছে। এখনো যারা আছে তারা কেউ শঙ্কামুক্ত না।" তিনি জানান, বার্ন ইন্সটিটিউটের চিকিৎসকদের সাথে তিনি বৈঠক করে আহতদের চিকিৎসার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। হাসপাতালে ভিড় না করারও আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, আহতদের দায়িত্ব নেয়ার কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সরকারের পক্ষ থেকে চিকিৎসার জন্য সব কিছু করা হবে বলে জানান তিনি। ৮টা মরদেহ এখনো হস্তান্তর করা বাকি আছে। আহত অবস্থায় বার্ন ইন্সটিটিউটে ১০ জন, ঢাকা মেডিকেল কলেজে ০২ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বার্ন ইন্সটিটিউটে থাকা সবারই শ্বাসনালী পুড়ে গেছে এবং কেউই শঙ্কামুক্ত নন বলেও জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার রাত দশটার দিকে গ্রিন কজি কটেজ নামে একটি ভবনে আগুনের সূত্রপাত হয়। এরপর খুব অল্প সময়েই পুরো ভবনে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ভবনটির নিচের দিকে আগুন লাগে এবং পরে তা উপরে ছড়িয়ে পড়ে। নিচতলায় আগুন লাগার কারণে ভবনটির উপরের তলাগুলোতে আটকে পড়েন অনেকে। প্রাণ বাঁচানোর জন্য উপর থেকে মানুষ লাফিয়ে পড়ে। সিঁড়ি দিয়ে নামার চেষ্টা করেও পারেনি অনেকে। প্রত্যক্ষদর্শীরা কেউ কেউ জানিয়েছেন, দুই বা তিন তলা থেকে লাফিয়ে পড়ে অনেকে হাত পা ভেঙ্গে আহত হয়েছেন। তবে তারা বেঁচে গেছেন। ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, সিঁড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার থাকার কারণে পুরো সিঁড়িটি 'অগ্নি চুল্লির' মতো হয়ে গিয়েছিল। যার কারণে কেউ সিঁড়ি ব্যবহার করে নামতে পারেনি। সিঁড়ি দিয়ে এক সাথে তিন জনের বেশি যাতায়াত করা যেতো না বলেও জানা গেছে। ফায়ার সার্ভিস বলছে, যারা মারা গেছে তাদের বেশিরভাগ আগুনে পুড়ে নয়, বরং তারা আসলে ধোঁয়ার কারণে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা গেছেন। এর আগে তারা অচেতন হয়ে পড়েছিল। ভবনটির আগুন নেভানোর তেমন কোনো ব্যবস্থা ছিল না বলেও জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস। তবে আগুন আশপাশের ভবনে ছড়িয়ে পড়েনি। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা আগুনে পোড়া ভবনটি পুরোটা ঘিরে রেখেছে। এখনো ভবনের ভেতরে কাউকে প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি। আশপাশে ভিড় করা মানুষকে সরিয়ে দিচ্ছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। ভেতরে কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার খোঁজ নিতে এসেছেন দোকানীরা।

স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত ভবনের ভেতরে ধারণ করা কিছু ফুটেজে দেখা যায়, ভেতরে নিচ তলায় প্রবেশ মুখ থেকে শুরু করে কয়েকটি দোকানের অবস্থা দেখানো হয়। এসব দোকান ও প্রবেশপথের সব কিছু পুড়ে গেছে। অবশিষ্ট বলতে কিছুই নেই। বিবিসির সংবাদদাতা নাগিব বাহার সকালে ঘটনাস্থল থেকে জানান, গোয়েন্দা পুলিশের সদস্যরা ঘটনাস্থল তদন্ত করে দেখছেন। এছাড়া ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরাও রয়েছেন। শুক্রবার সকালে ভবনের সামনের রাস্তা খুলে দেয়া হয়েছে। পুড়ে যাওয়া ভবনের সামনে ছোটখাটো জটলা রয়েছে। আগুনে ভবনের সামনের অংশ পুরোপুরি পুড়ে গেছে। সকালে ঘটনাস্থলে থাকা অনলাইনে খাবার অর্ডার দেয়ার একটি সার্ভিসের কর্মীরা জানান, আসরের নামাজের পর তারা এখানেই এসে ভিড় করেন কারণ বেশিরভাগ অর্ডার এখানেই থাকে। কারণ আগুন লাগা ভবনটিতে মূলত খাবারের দোকান ছিল। সাততলা ভবনের ছাদেও একটা রেস্টুরেন্ট ছিল। এছাড়া একটি পোশাকের দোকান ও কয়েকটি মোবাইলের দোকানও ছিল বলে জানা যায়। স্থানীয়দের অনেকে জানান, ২৯শে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে 'কাচ্চি

ভাই' নামে একটি রেস্তোরায় ছাড় থাকায় মানুষের ভিড় বেশি ছিল। তবে বৃহস্পতিবার ওই এলাকার মার্কেট সাপ্তাহিক বন্ধ না থাকলে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হতে পারত বলেও আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন তারা।

সকালে সিআইডির ক্রাইম সিন ইউনিটের সদস্যরা ঘটনাস্থলে যান। সকাল সাড়ে সাতটার দিকে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আবারো প্রবেশ করেন পুড়ে যাওয়া ভবনটিতে। আরো কোনো মরদেহ ভেতরে আছে কি না তা খুঁজতে ভেতরে প্রবেশ করেন তারা। ভোরে স্বজনদের খোঁজে পুড়ে যাওয়া ভবনের কাছে ভিড় করেছেন অনেকে। বেলা বাড়ার সাথে সাথে এই ভিড় আরো বেড়েছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ৫ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাদের তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে দুই-তিন সপ্তাহ পর্যন্ত সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক। "আরো বেশি সময়ও লাগতে পারে কারণ এটা একটা বড় দুর্ঘটনা।" তবে আগুন লাগার কারণ সম্পর্কে এখনো কিছু জানা যায়নি। এছাড়া আগুন লাগার সময় ভবনটিতে কতজন উপস্থিত ছিলেন সেটিও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে এই আগুন লাগে। ফায়ার সার্ভিসের ১৩টি ইউনিটের চেষ্টায় রাত দেড়টার পর আগুন পুরো নিয়ন্ত্রণে আসে। এরপর ফায়ার সার্ভিস ভেতরে ঢুকে মরদেহ উদ্ধার করতে শুরু করে। ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এই ভবনে আগুন নির্বাপণের তেমন কোনো ব্যবস্থা ছিল না। প্রত্যক্ষদর্শীরা স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমকে জানান, প্রথমে আগুন ছোট ছিল। পরে সেটি বড় হয়। এই ভবনের একটিমাত্র সিঁড়ি। প্রতিটি ফ্লোরে একটি করে সিলিন্ডার ছিল।

২০১০ সালে ঢাকার নিমতলীতে রাসায়নিকের গুদামে থেকে আগুন লেগে ১২৪ জন মারা গিয়েছিল। আর ২০১৯ সালে চকবাজারের চুড়িহাট্টায় আগুনে মারা গিয়েছিল ৭১ জন। একই বছর মার্চে বনানীর এফআর টাওয়ারে আগুনে ২৭ জন মারা যায়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং শেখ হাসিনা বার্ন ইউনিটে আহতদের বেশিরভাগ চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এর মধ্যে ঢাকা মেডিকেলে ১৪ জন এবং শেখ হাসিনা বার্ন ইউনিটে আট জন চিকিৎসাধীন রয়েছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, যারা আহত রয়েছে তাদের মধ্যে অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। কারণ অনেকের দেহের ৯০ শতাংশ পর্যন্ত পুড়ে গেছে। অনেকের শ্বাসনালীও পুড়ে গেছে বলে জানা যাচ্ছে। হাসপাতালে ভিড় করেছেন স্বজনরা। সকালেও কয়েকজনের মরদেহ নিয়ে চলে যেতে দেখা গেছে। স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের খবরে বলা হয়, বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগে তিনটি মরদেহ এবং অচেতন অবস্থায় আরো ৩৩ জনকে আনা হয়। পরে চিকিৎসকরা জানান, এদের মধ্যে বেশিরভাগকেই মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়। আর হাসপাতালে আনার পরও মারা যান অনেকে। জেলা প্রশাসক আনিসুর রহমান জানিয়েছেন, নিহতদের দাফনের খরচের জন্য ২৫ হাজার টাকার একটি তহবিল গঠন করা হয়েছে। তবে এখনো পর্যন্ত কেউই এই তহবিল থেকে খরচ নিতে আগ্রহ দেখাননি বলেও তিনি জানান। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ০১.০৩.২০২৪ রিহাব)

আগুন থেকে বাঁচতে সবাই প্রাণপণে ছাদে ছুটেছেন, বেঁচে যাওয়াদের বর্ণনা

লিপ ইয়ারে ২৯শে ফেব্রুয়ারির স্মৃতি সোশ্যাল মিডিয়ায় চার বছর পর উঠে আসবে বলে গত কয়েকদিন নানা মজার পোস্ট দিতে দেখা গেছে মানুষকে। কিন্তু ২৯শে ফেব্রুয়ারি বেইলি রোডের গ্রিন কোজি কটেজে অগ্নিকাণ্ডের সময় যারা ভবনের ভেতরে আটকে পড়েছিলেন, তারা হয়তো তাদের এই লিপ ইয়ারের স্মৃতি চিরতরে মুছে ফেলতে পারলেই স্বস্তি পাবেন। ঢাকার একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আহমেদ কামরুজ্জামানের গল্পটা অনেকটা তেমনই। তিনি তার স্ত্রী ও দুই সন্তানকে নিয়ে বৃহস্পতিবার রাতে ঐ ভবনের ছয় তলার একটি রেস্টুরেন্টে খেতে গিয়েছিলেন। মি. কামরুজ্জামান বলছিলেন রাত পৌনে দশটার দিকে তারা খাবার অর্ডার দিয়ে যখন রেস্টুরেন্টে অপেক্ষা করছিলেন, তখনই ভবনে আগুন লাগার বিষয়টি টের পান তিনি। "প্রথমে আমরা ধোঁয়ার গন্ধ পাই, পরে হইচই শুনে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি সামনের বিল্ডিংয়ের নিচে মানুষ জড়ো হয়ে আমাদের বিল্ডিংয়ের দিকে তাকিয়ে, হাত তুলে হইচই করছে। তার কিছুক্ষণ পরই যখন ধোঁয়া উপরে উঠতে থাকে, তখন বুঝতে পারি যে আমাদের ভবনেই আগুন লেগেছে।" ভবনে আগুন লেগেছে বোঝার পরই মি. কামরুজ্জামান তার স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে ভবনের ছাদের দিকে চলে যান। "ছাদে যাওয়ার সময়ই সিঁড়িতে মানুষের প্রচণ্ড হুড়াহুড়ির মধ্যে পড়ি। ততক্ষণে বিদ্যুৎ সংযোগ চলে গেছে, অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না, প্রচণ্ড ধোঁয়ায় সবাই কাশছে, মানুষের ধাক্কাধাক্কিতে কয়েকজন সিঁড়িতে পড়ে গেছে – রীতিমতো ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল", বলছিলেন মি. কামরুজ্জামান। রাত দশটার দিকে তিনি তার স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে ভবনের ছাদে আশ্রয় নেন। সেসময় আরো অন্তত ৪০ জন তাদের সাথে ছাদে অবস্থান করছিল বলে জানান তিনি। "ছাদে রেস্টুরেন্ট আর নামাজের জায়গা থাকায় ছাদের পেছন দিকের ২৫ শতাংশ জায়গাই খোলা ছিল। সেখানেও এক কোনায় আমরা সবাই জড়োসড়ো হয়ে অপেক্ষা করছিলাম কারণ সিঁড়ি দিয়ে বিপুল পরিমাণ ধোঁয়া আর আগুনের উত্তাপ আসতে থাকায় তার ধারে কাছে আমরা থাকতে পারছিলাম না।" রাত দশটা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত ছাদে অপেক্ষা করার পর ফায়ার সার্ভিসের ক্রেনের সাহায্যে মি. কামরুজ্জামান ও তার পরিবারের সদস্যদের নিচে নামানো হয়। মি. কামরুজ্জামানের মতো অনেকে ভবনের ছাদে অপেক্ষা করলেও কেউ কেউ জীবন বাঁচাতে লাফিয়ে নেমেছেন ছাদ বা জানালা দিয়ে। ভবনের নিচ তলার রেস্টুরেন্ট মেজবানি খানায় কাজ করা ইকবাল হোসেন তাদেরই একজন। মি. হোসেনের সাথে কথা হচ্ছিল ঢাকা মেডিকেল কলেজের অর্থোপেডিক্স ওয়ার্ডে। যে সময় আগুন লাগে, ইকবাল হোসেন তখন তিনি রেস্টুরেন্টের ভেতরেই ছিলেন। আগুন লাগার কিছুক্ষণ পর তিনি পাঁচতলা থেকে লাফ দিয়ে নামার সময় কোমড় ও পায়ে চোট পান।

হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে ইকবাল হোসেন জানাচ্ছিলেন, "সাড়ে নয়টার পরপর হইচই শুনে রেস্টুরেন্টের গেট থেকে বের হয়ে দেখি বিল্ডিংয়ের মেইন গেটের কাছে আগুন। সেখান দিয়ে বের হওয়ার কোনো উপায় নেই আর অনেক ধোঁয়া আসছে সিঁড়ির দিকে। তখন আমরা সিঁড়ি দিয়ে উপরের দিকে চলে যাই।" ইকবাল হোসেন বলছিলেন, সিঁড়ি দিয়ে দোতলা-তিনতলা পর্যন্ত উঠে সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন তিনি। ততক্ষণে নিচের তলা আর দোতলায় থাকা রেস্টুরেন্টগুলো থেকে মানুষ বের হয়ে সিঁড়িতে জড়ো হচ্ছিলেন। "সিঁড়িতে পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই অনেক মানুষ জড়ো হয়ে যায়। ততক্ষণে সিঁড়ি ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছিল, কেউ শ্বাস নিতে পারছিল না, চোখেও দেখা যাচ্ছিল না কিছু।" তখন ইকবাল হোসেন পাঁচতলার একটি রেস্টুরেন্টে যান এবং ঐ রেস্টুরেন্টের রান্নাঘরের গ্রিলের সরু ফাঁক গলে বের হন। ইকবাল হোসেন বলছিলেন, "সেসময় অনেকেই জানালা দিয়ে বের হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু গ্রিলের ফাঁক সরু থাকায় অনেকেই বের হতে পারেননি।" ইকবাল হোসেনের মত ঝুঁকি নিয়ে বের হয়ে জীবন বাঁচাতে পেরেছেন বেশ কয়েকজন। কিন্তু অনেকে সেই সুযোগও পাননি। ধোঁয়ায় আবদ্ধ সিঁড়িতে অথবা ঐ ভবনের কোনো একটি রেস্টুরেন্টের ভেতরে নিশ্বাস নিতে না পেরে মারা যেতে হয়েছে অনেককে। আগুন লাগা ভবনটি শান্তিনগর মোড় থেকে বেইলি রোডে ঢুকে কয়েকশো গজ গেলেই দেখতে পাওয়া যায়। ঐ ভবনের পাশের ভবনটিতেও তিন-চারটি রেস্টুরেন্ট ও কয়েকটি কাপড়ের দোকান। পাশের ভবনটির উপরে কয়েকতলা আবাসিক স্থাপনাও রয়েছে। এই ভবন দুটির আশেপাশের পুরো এলাকার চিত্রই অনেকটা একইরকম। রাস্তার দু'পাশের অধিকাংশ ভবনই বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার হয়। সেসব ভবনে শপিং মলের পাশাপাশি খাবারের দোকানের আধিপত্য দেখা যায়। সকালে আগুন লাগা ভবনের সামনে জড়ো হয়ে আগেরদিনের দুর্ঘটনা নিয়ে আলোচনা করছিলেন স্থানীয়দের অনেকে। তারা বলছিলেন, ঐ ভবনের সাথে লাগোয়া কোনো ভবন না থাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারেনি, ফলে আগুনের ব্যপ্তি একটি ভবনেই সীমিত ছিল। কিন্তু আগুন একটি ভবনে সীমাবদ্ধ থাকলেও ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা ছিল তীব্র। শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত অন্তত ৪৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন অন্তত ১২ জন। শুক্রবার সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় স্বাস্থ্যমন্ত্রী সামন্ত লাল সেন জানান মারা যাওয়াদের অধিকাংশেরই মৃত্যু হয়েছে ধোঁয়ার কারণে নিশ্বাস নিতে না পেরে। শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে উত্তপ্ত ধোঁয়া প্রবেশ করায় শ্বাসনালী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ, মৃত্যু হয়েছে অনেকের, আহতদের অনেকেও শ্বাসনালী পুড়ে যাওয়ায় আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছে। বৃহস্পতিবার সপ্তাহের শেষ দিন হওয়ায় ঢাকার বিভিন্ন এলাকার রেস্টুরেন্টগুলোতে স্বাভাবিকভাবেই একটু বেশি ভিড় থাকে। সাত তলা ঐ ভবনে অন্তত ছয় থেকে সাতটি রেস্টুরেন্ট থাকায় ঐ ভবনে সবসময়ই গ্রাহকের কিছুটা অতিরিক্ত ভিড় থাকতো বলে স্থানীয়রা বলছিলেন। "আসরের পর থেকে আমরা ফুড ডেলিভারি সার্ভিস রাইডাররা এই বিল্ডিংয়ের সামনে জড়ো হয়ে আড্ডা দিতাম, কারণ এই এলাকার অর্ডারের একটা বড় অংশই থাকতো এই বিল্ডিংয়ে থাকা রেস্টুরেন্টে", বলছিলেন একটি খাবার ডেলিভারি প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করা মুজিবুর রহমান, যিনি কাজের প্রয়োজনে দীর্ঘদিন ঐ ভবনের ভেতরে আসা-যাওয়া করেছেন বলে জানান। তিনি বলছিলেন, "বিল্ডিংয়ের সিঁড়ি আর লিফট পাশাপাশি। সিঁড়িতে একসাথে সর্বোচ্চ তিন জন উঠা-নামা করতে পারবেন, লিফটে একসাথে সর্বোচ্চ ছয়-সাত জন ঢোকা সম্ভব।" তিনি বলছিলেন ঐ একটি সিঁড়ি আর লিফট বাদে ভবনে ঢোকার ও সেখান থেকে বের হওয়ার আর কোনো উপায় নেই। এছাড়া ভবনের নিচতালার এক কোণায় দু'টি টয়লেট ও একটি ছোট রান্নাঘর ছিল বলে জানান তিনি। মুজিবুর রহমানের ভাষ্য অনুযায়ী, ঐ টয়লেটগুলোর পাশেই জড়ো করা থাকতো অনেকগুলো গ্যাস সিলিন্ডার। ঐ গ্যাস সিলিন্ডারগুলো বিস্ফোরণ হওয়ার কারণেই আগুনের ভয়াবহতা বেশি হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকেও প্রাথমিক তদন্ত শেষে বলা হয়েছে যে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের কারণে সিঁড়িতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে, যে কারণে সিঁড়ি দিয়ে মানুষ নামতে পারেনি।

আগুনের প্রত্যক্ষদর্শীরাও বলছেন আগুন ছড়িয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর বিস্ফোরণের শব্দ পেয়েছেন তারা। ঐ ভবনের একটি রেস্টুরেন্টে কাজ করা ইকবাল হোসেনও বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়ার কথা বলেছিলেন। "আগুনটা যখন লাগে, প্রথম পাঁচ-সাত মিনিট মনে হচ্ছিল যে কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। আশেপাশের মার্কেট থেকে পুলিশ সদস্যরা ফায়ার এক্সটিঙ্গুইশার নিয়ে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করতে থাকে", বলছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা মোশাররফ হোসেন, যিনি বৃহস্পতিবার রাতে সাড়ে নয়টার পর ঐ ভবনের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। "ফায়ার এক্সটিঙ্গুইশারগুলো দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করার সময় আগুন একটু কমে আসছিল, আবার এক্সটিঙ্গুইশার কয়েক মিনিট পর শেষ হয়ে গেলে আবার আগুন বেড়ে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর ভেতরে একটি বিস্ফোরণের শব্দ পাই, তখন আমরা ভবনের সামনে থেকে সরে আসি", বলছিলেন মি. হোসেন। মোশাররফ হোসেনের মত অনেকেই মনে করেছিলেন যে আগুনের ব্যাপকতা খুব বেশি নয় আর হতাহতের সংখ্যাটাও হয়তো খুব বেশি হবে না। তাই সকালে ঘুম থেকে উঠে সংবাদপত্রে নিহতের সংখ্যাটা দেখে রীতিমত চমকে ওঠেন অনেকে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০১.০৩.২০২৪ রিহাব)

ভয়েস অফ আমেরিকা

ঢাকার বেইলি রোডে অগ্নিকাণ্ড; নিহত মানুষের সংখ্যা বেড়ে ৪৬, তদন্ত কমিটি গঠন

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার বেইলি রোডে একটি বাণিজ্যিক ভবনে বৃহস্পতিবার (২৯শে ফেব্রুয়ারি) রাতের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে নিহত মানুষের সংখ্যা বেড়ে ৪৬ জনে দাঁড়িয়েছে। মৃত্যু-সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সামন্ত লাল সেন। শুক্রবার (১লা মার্চ) সকালে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সামন্ত লাল সেন শেখ হাসিনা বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে সাংবাদিকদের বলেন, "ভর্তি ১২ রোগীর কেউই আশঙ্কামুক্ত নন।" আগুনের কারণে সৃষ্ট কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস নিঃশ্বাসের সঙ্গে মিশে শরীরে প্রবেশ করায় এসব মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে বলে জানান তিনি। ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক বাচ্চু মিয়া শুক্রবার সকালে নিশ্চিত করেছেন, মোট ৩৩টি মরদেহ পরিবার ও স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকে শুক্রবার সকালে জানানো হয়, যে ভবনে আগুন লেগেছে, সেই ভবনে আটকা পড়া শতাধিক মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সদর দপ্তরের সিনিয়র স্টাফ অফিসার মো. শাহজাহান শিকদার জানান, অগ্নিকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরীকে প্রধান করে পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের ঢাকা বিভাগের উপ-পরিচালক মো. সালেহ উদ্দিন, সংশ্লিষ্ট জোনের ডিএডি, সিনিয়র স্টেশন অফিসার ও গুদাম পরিদর্শক। ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ মাইন উদ্দিন জানান, ভবনটিতে মাত্র একটি দোকান ছিলো। বাকি সবগুলো রেস্তোরাঁ। তিনি আরো জানান, ভবন জুড়ে গ্যাস সিলিন্ডার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিলো, এগুলো রান্নার জন্য ব্যবহৃত হতো। কোনো একটি বা গ্যাসের চুলা বিস্ফোরিত হয়ে আগুন লাগতে পারে বলে জানান তিনি। ভবনটিতে ফায়ার এক্সিটের কোনো ব্যবস্থা ছিলো না, বলেন মাইন উদ্দিন।

ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরের ডিউটি অফিসার শাহজাদী সুলতানা বলেন, আগুন লাগার দুই ঘণ্টা পর রাত ১১টা ৫০ মিনিটে পুলিশ ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা।

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০১.০৩.২০২৪ নারগীস)

অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি

ঢাকার বেইলি রোডে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন। শুক্রবার (১লা মার্চ) শোকবার্তায় রাষ্ট্রপতি নিহত ব্যক্তিদের রুহের মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করেন। এ ছাড়া, আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন তিনি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানান।

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০১.০৩.২০২৪ নারগীস)

অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী

বেইলি রোডের বাণিজ্যিক ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শুক্রবার (১লা মার্চ) প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং থেকে পাঠানো শোকবার্তায় বলা হয়, তিনি আগুনে পুড়ে মৃত্যুবরণকারীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেছেন ও তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং আরো জানায়, আহতদের দ্রুত চিকিৎসা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তাৎক্ষণিক নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এছাড়া, আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন তিনি।(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০১.০৩.২০২৪ নারগীস)

অগ্নিকাণ্ডে ৪৬ জন নিহত ও অনেকে আহত হওয়ার ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ বিএনপির

ঢাকার বেইলি রোডে ৬তলা বাণিজ্যিক ভবনে অগ্নিকাণ্ডে ৪৬ জন নিহত ও আরো অনেকে আহত হওয়ার ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি। শুক্রবার এক বিবৃতিতে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তার দলের পক্ষে শোক প্রকাশ করেন। মির্জা ফখরুল বলেন, বৃহস্পতিবার রাতে বেইলি রোডে অবস্থিত বহুতল ভবনে অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনা বেদনাদায়ক, হৃদয়বিদারক ও মর্মস্পর্শী। তিনি আরো বলেন, "ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে নিহত ও আহতদের পরিবার-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবসহ সকলের মতো আমিও গভীরভাবে শোকাহত। মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি স্বজন হারানো পরিবারের সদস্যদের শক্তি ও ধৈর্য দান করুন।"

বিএনপি মহাসচিব বলেন, দেশে আইনের শাসনের অভাব এ ধরনের ঘটনা বৃদ্ধি ও বিপর্যয়কর পরিস্থিতির জন্য ভূমিকা রেখেছে। "সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টির জন্য জনগণকে জবাবদিহির দায়িত্ব সরকার মনে করে না, যা মানুষের অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু ও দুর্দশার কারণ;" যোগ করেন মির্জা ফখরুল। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০১.০৩.২০২৪ নারগীস)

নির্মাণ বিধি মেনে চলতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানালেন শেখ হাসিনা

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বেইলি রোডে বহুতল ভবনটিতে 'ফায়ার এক্সিট' নেই। তিনি অভিযোগ করেন যে, ভবন মালিকরা জায়গা ছাড়তে চান না আর স্থপতিরা যথাযথ নকশা করেন না। নির্মাণ বিধি মেনে চলার জন্য ভবন মালিক ও স্থপতি-প্রকৌশলীদের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শুক্রবার (১লা মার্চ) বঙ্গবন্ধু

আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় বীমা দিবস উদ্‌বোধনকালে এ কথা বলেন তিনি। এসময় শেখ হাসিনা ভবন নির্মাণের সময় সকলকে নিয়ম-কানুন মেনে চলার আহ্বান জানান। শেখ হাসিনা বলেন, "আমরা সব সময় আমাদের স্থপতিদের অনুরোধ করি, অন্তত যখন তারা ঘর বা বিল্ডিং ডিজাইন করেন, তখন একটি ছোট খোলা বারান্দা, একটি ফায়ার এক্সিট বা বায়ু চলাচলের স্থান রাখুন।" তিনি আরো বলেন, "কিন্তু ভবন নির্মাণ করার সময় স্থপতিরা ঠিকমতো নকশা করতে চান না এবং মালিকরা এক ইঞ্চি জায়গাও ছাড়তে চান না।"

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, সরকার সব ভবনে অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র স্থাপন এবং অগ্নি-নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বারবার নির্দেশনা দিলেও তা মানা হচ্ছে না। "আমি জানি যে, বেইলি রোডের ভবনটিতে কোনো বীমা ছিলো না। তাই তারা (অগ্নিকাণ্ডের শিকার ব্যক্তিরা) ক্ষতিপূরণ হিসেবে কিছুই পাবেন না। এসব ক্ষেত্রে সচেতনতা খুবই প্রয়োজন;" যোগ করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০১.০৩.২০২৪ নারগীস)

জাতিসংঘ পরিবেশ সম্মেলন; জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বৈশ্বিক সংহতির আহ্বান বাংলাদেশর

আগামী ২০৫০ সালের আগে নেট জিরো অর্জন (গ্রিন হাউজ নির্গমন শূন্যের কোটায় রাখা) এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমাবদ্ধ রাখার লক্ষ্যে জরুরি ও সুস্পষ্ট পদক্ষেপ নিতে বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ। বৃহস্পতিবার (২৯শে ফেবরুয়ারি) কেনিয়ার নাইরোবিতে ষষ্ঠ জাতিসংঘ পরিবেশ সম্মেলনে জাতীয় বিবৃতি প্রদানকালে বাংলাদেশের পরিবেশমন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী এ আহ্বান জানান। এসময় তিনি মানবজাতির সামনে অভুতপূর্ব পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বৈশ্বিক সংহতির জরুরি প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

সাবের হোসেন চৌধুরী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের অবদান নগণ্য। তাসত্ত্বেও, হিমবাহ গলে যাওয়া, বন্যা ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির মতো বিরূপ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণগুলো নিরসনের গুরুত্ব এবং টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে আরো বেশি বহুপক্ষীয় প্রতিশ্রুতির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন বাংলাদেশের পরিবেশমন্ত্রী। সম্মেলনে বাংলাদেশের পরিবেশগত দায়িত্বের প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতির কথা তুলে ধরেন দেশটির পরিবেশমন্ত্রী। তিনি ২০১৯ সালে জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত 'পৃথিবীর জরুরি অবস্থা' ঘোষণার প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করেন। সাবের হোসেন চৌধুরী আরো বলেন, জলবায়ু সহনশীলতা বৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়নকে প্রচারের লক্ষ্যে 'মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা' গ্রহণ করেছে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের সংবিধানে পরিবেশ সংরক্ষণের নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি তুলে ধরেন তিনি। বলেন, "এই নীতিমালা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় দেশের আন্তরিকতার প্রমাণ দেয়।" প্লাস্টিক দূষণ, পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি বলে উল্লেখ করেন তিনি। আর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্লাস্টিকের বর্জ্য মোকাবিলা এবং টেকসই ভোগ ও উৎপাদন পদ্ধতিতে রূপান্তরের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টার আহ্বান জানান। বাংলাদেশ বৈশ্বিক পরিবেশগত শাসনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে উল্লেখ করেন সাবের হোসেন চৌধুরী। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ইউএনইএ-৬ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আরো সবুজ, আরো স্থিতিশীল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইউএনইএ-৬ এর সভাপতি লেইলা বেনালি, বিভিন্ন দেশের মন্ত্রী, প্রতিনিধি ও বিশ্ব নেতারা।

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০১.০৩.২০২৪ নারগীস)

'সম্প্রসারণের অকৃত্রিম ইচ্ছা যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের সম্পর্ক পরবর্তী স্তরে নিয়ে যাবে': বিশেষজ্ঞবৃন্দ

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত বিবেচনা, ভূ-রাজনৈতিক কারণ এবং নতুন ক্ষেত্রে সম্পর্ক সম্প্রসারণের অকৃত্রিম ইচ্ছা দুই দেশের সম্পর্ককে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যাবে বলে উল্লেখ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক শাহাব এনাম খান চলতি সপ্তাহে ইউএনবিকে বলেন, "রাষ্ট্রীয় ও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের প্রতিটি ক্ষেত্রেই দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘ ও পুরোনো সম্পর্ক রয়েছে। সম্পর্কের নতুন অধ্যায় দেখে মনে হচ্ছে, দেশ দুটির ব্যাপক রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাদের সম্পর্ক আরো গভীর হবে।"

ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার এবং অভিন্ন স্বার্থকে আরো এগিয়ে নিতে গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফর করে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন প্রেসিডেন্টের বিশেষ সহকারী ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের (এনএসসি) দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক জ্যেষ্ঠ পরিচালক আইলিন লাউবাচার, উন্নয়ন সংস্থা ইউএসএআইডি এর এশিয়া অঞ্চলের সহকারী প্রশাসক মাইকেল শিফার এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক উপসহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আফরিন আখতার। তাদের আলোচনায় জলবায়ু পরিবর্তন, বাণিজ্য, রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকট ও শ্রম অধিকার প্রাধান্য পায়। প্রতিনিধি দল, ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী নির্বাহী, নাগরিক সংগঠন এবং শীর্ষ বিরোধী নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছে।

বাংলাদেশ সেন্টার ফর ইন্দো-প্যাসিফিক অ্যাফেয়ার্সের নির্বাহী পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অধ্যাপক শাহাব মনে করেন, বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা ও ইন্দো-প্যাসিফিক এজেন্ডার বিষয়গুলো যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। "তাই প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা, অপ্রথাগত নিরাপত্তা ও মানব নিরাপত্তা ইস্যুতে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে নতুন গতি আসবে;" বলেন অধ্যাপক শাহাব। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের এই মনোভাব মিয়ানমারকে জেগে ওঠার একটি আহ্বান। আর এ থেকে অনুধাবন করা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে তৃতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবে না। অধ্যাপক শাহাব মতপ্রকাশ করেন, আগামী দিনগুলোতে উভয় দেশই তাদের পারস্পরিক স্বার্থের সমন্বয় ঘটাতে পারে। তিনি

বলেন, "সর্বোপরি বাংলাদেশ পরাশক্তিগুলোর কাছে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দেশ। কারণ আঞ্চলিক প্রতিবেশীদের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কে কোনো ফাটল ধরেনি বা এদের সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক বা নিরাপত্তার বিষয় নেই।" অধ্যাপক শাহাব বলেন, বিষয় দু'টি বাংলাদেশকে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলকে স্থিতিশীল রাখতে প্রয়োজনীয় আঞ্চলিক নিরাপত্তার গ্যারান্টার করে তোলে।

বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের নতুন অধ্যায়ের সূচনার বিষয়ে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র সম্পর্কে জানতে চাইলে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের মুখপাত্র হেইনেস মাহনি বলেন, বাংলাদেশ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের অংশীদার এবং বাংলাদেশের সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের বৃহত্তম উৎস যুক্তরাষ্ট্র। তিনি জানান, "ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল যাতে অবাধ, উন্মুক্ত, শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ থাকে, তা নিশ্চিত করতে আমরা একসঙ্গে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা বিস্তৃত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত আছি।" মুখপাত্র হেইনেস মাহনি এ প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের বক্তব্যের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেছেন, "আমরা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমিত করতে এবং জনগণের জন্য বিনিয়োগে আমাদের দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার উপায়গুলো নিয়ে কাজ করবো, যাতে তারা স্বাস্থ্যকর ও আরো সমৃদ্ধ জীবনযাপনের সুযোগ পায়।"

বাংলাদেশের ইন্দো-প্যাসিফিক দৃষ্টিভঙ্গি দেখে যুক্তরাষ্ট্র সন্তুষ্ট বলে মনে করেন তিনি। বলেন, অর্থনৈতিক বিনিয়োগ, জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করা এবং দুই দেশের মধ্যে নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যে প্রচেষ্টা রয়েছে বাংলাদেশের ইন্দো-প্যাসিফিক দৃষ্টিভঙ্গি এর 'সত্যিকারের প্রতিফলন'। "বাংলাদেশ অবশ্যই জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশগুলোর অন্যতম এবং এই প্রচেষ্টায় সহায়তা করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত;" হেইনেস মাহনি যোগ করেন। অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, বেসরকারি খাতের মাধ্যমে উন্নয়নে বিনিয়োগ কাজে লাগাতে এবং যুবকদের সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র ক্রমবর্ধমানভাবে মনোনিবেশ করছে। হেইনেস মাহনি বলেন, "আমরা ব্যবসায়ী নেতা ও যুবকদের একত্রিত করছি, যাতে বাজার চাহিদা আছে- এমন বিষয়ে তরুণদের আরো দক্ষ করে গড়ে তোলা যায়।"

এছাড়া, প্রতিষ্ঠানগুলোকে বৃহত্তর সাফল্যের দিকে নিয়ে যেতে এবং বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশকে আরো প্রতিযোগিতামূলক হতে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন মেধাবী কর্মী বাহিনী তৈরি করতে এ পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি। যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের মুখপাত্র জানান, তারা দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদার করার উপায় নিয়ে গবেষণা করছেন। বলেন, "আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে আমাদের একসঙ্গে কাজ করার সময় যাতে দেশের প্রতিটি এলাকার জনগণ স্বাস্থ্যকর এবং সমৃদ্ধ জীবনযাপনের ন্যায়সঙ্গত সুযোগ পায় সেই লক্ষ্যে কাজ চলছে।" তিনি আরো জানান, বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর আধুনিকায়নে সহযোগিতা করার বিষয়েও কাজ চলছে। একইসঙ্গে, উপকূলীয় সীমান্তে কী ঘটছে এবং আকাশ, স্থল ও সমুদ্রপথে কী আসছে, তা বোঝার জন্য সামুদ্রিক বিষয়ে সচেতনতায় বিনিয়োগ রয়েছে।

জেনারেল সিকিউরিটি অফ মিলিটারি ইনফরমেশন এগ্রিমেন্ট (জিএসওএমআইএ) এবং অ্যাকুইজিশন ক্রস-সার্ভিসিং এগ্রিমেন্টের (এসিএসএ) অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে হেইনেস মাহনি জানান, যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে জিএসওএমআইএ বিবেচনা করা হচ্ছে। কারণ উভয় পক্ষ আরো বাস্তব ও গভীর সম্পর্কের সুযোগ খুঁজছে। তিনি বলেন, এই চুক্তি কার্যকরভাবে একটি প্রতিশ্রুতি, যা প্রতিটি পক্ষ কার্যকরভাবে অন্যপক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত যে-কোনো তথ্য বা সংবেদনশীল সামগ্রী সুরক্ষিত রাখবে- এমন প্রতিশ্রুতি দেয়।

অন্যদিকে, তিনি বলেন, এসিএসএ অংশীদার সামরিক বাহিনীর মধ্যে লজিস্টিক সহায়তা বিনিময়কে সহজতর করে এবং অর্থবহ সম্পৃক্ততার সুযোগ বাড়ায়। মুখপাত্র হেইনেস মাহনি আরো বলেন, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে এসিএসএ নিয়ে কোনো আলোচনা নেই। তবে দুইপক্ষ যদি মনে করে যে, এটি যথেষ্ট সুবিধা দেবে, তবে ভবিষ্যতে এটি পরিবর্তন হতে পারে।

মুখপাত্র হেইনেস মাহনি বলেন, "অবশ্যই আমরা খুবই উদ্বিগ্ন এবং বার্মার (মিয়ানমার) ঘটনাবলী নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি। বার্মায় (মিয়ানমার) চলমান সংঘর্ষ খুবই উদ্বেগজনক। এটি কেবল এই অঞ্চলের জন্যই নয়, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য এটি খুবই উদ্বেগের বিষয়।" তিনি জানান, মিয়ানমারে চলমান সংকট উদ্বেগজনক বিষয় এবং মিয়ানমারে প্রায় ৫০ কোটি ডলার-সহ বর্তমান সংকটে মানবিক সহায়তা হিসেবে ২০০ কোটি ডলারের বেশি সহায়তা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। "সংকটের মূল কারণগুলো চিহ্নিত করা, স্থিতিশীলতা জোরদার করা এবং টেকসই ও মানবিক সমাধান খুঁজে বের করা অপরিহার্য;" আরো বলেন হেইনেস মাহনি। দূতাবাসের মুখপাত্র হেইনেস মাহনি বলেন, বার্মায় সংঘর্ষের কারণে দেশটিতে অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত এবং বাংলাদেশে বসবাসরত রোহিঙ্গা শরণার্থী, উভয়ের জন্য সমর্থন অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা যুক্তরাষ্ট্র স্বীকার করে। এ বছরের শুরুর দিকে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের খাদ্য ও পুষ্টি সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখতে অতিরিক্ত ৮ কোটি ৭০ লাখ ডলার দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এই সহায়তা শরণার্থীদের জন্য মাসিক খাদ্য রেশন প্রতি মাসে ১০ ডলারে উন্নীত করতে সহায়তা করেছে।

যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের মুখপাত্র বলেন, তাদের (রোহিঙ্গাদের) সুস্থ থাকার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিলো। "আমরা বাংলাদেশি স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে চাকরি-দক্ষতা ও ব্যবসায় প্রশিক্ষণসহ

বহুপক্ষীয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান অব্যাহত রেখেছি, যাতে জনগণকে তাদের জীবনযাত্রার উন্নয়নে সহায়তা করতে পারে;" বলেন হেইনেস মাহনি।

উইলসন সেন্টারের সাউথ এশিয়া ইনস্টিটিউটের পরিচালক এবং ফরেন পলিসির সাপ্তাহিক দক্ষিণ এশিয়া ব্রিফের লেখক মাইকেল কুগেলম্যান বলেছেন, বাংলাদেশের নির্বাচনের পর যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সম্পর্ক আরো ইতিবাচক দিকে গেছে। তবে, এই নির্বাচনকে যুক্তরাষ্ট্র অবাধ ও সুষ্ঠু নয় বলে বর্ণনা করেছিলো। তিনি এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছন, এই পরিবর্তন আসলে যতটা মনে হয়, ততোটা তীক্ষ্ণ নয়। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের স্পষ্ট পরিবর্তনের মধ্যে কর্মকর্তাদের সফর হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।এ ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের পাঠানো বার্তা ও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ইঙ্গিতের কথাও উল্লেখ করেছেন মাইকেল কুগেলম্যান। বাংলাদেশের ৭ জানুয়ারির নির্বাচনের কয়েক মাস আগে যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা, ভিসা নিষেধাজ্ঞা ও সমালোচনাসহ মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের উন্নয়নে জোরালো পদক্ষেপ নেয়। যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দপ্তর, বাংলাদেশের এই নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠু নয় বলে উল্লেখ করে। পরে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। চলতি সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি দলের ঢাকা সফরকালে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদসহ বাংলাদেশি কর্মকর্তারা নতুন অধ্যায় শুরুর ওপর গুরুত্বারোপ করেন। প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান বলেন, "নির্বাচন এখন অতীতের বিষয়।" নানা ক্ষেত্রে অংশীদারিত্বের উল্লেখসহ উভয়পক্ষের বার্তা উষ্ণ ও কার্যকর বলে জানান তিনি। দুই দেশের চলমান সম্পর্ক প্রসঙ্গে মাইকেল কুগেলম্যান উল্লেখ করেন, একটি সম্ভাব্য কারণ হচ্ছে, ওয়াশিংটন ঢাকার উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিবেশ থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিতে চায়।

ফরেন পলিসির সাউথ এশিয়া ব্রিফিংয়ে তিনি লিখেছেন, "যুক্তরাষ্ট্র কর্মকর্তারা যত বেশি প্রকাশ্যে বাংলাদেশের মানবাধিকার ও গণতন্ত্র নিয়ে মত দেবেন, ততো বেশি তাদের জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি বাড়বে।" তিনি বলেন, এক্ষেত্রে কৌশলগত বিবেচনা ভূমিকা রাখতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ববর্তী দৃষ্টিভঙ্গি কার্যকরভাবে বেইজিং ও মস্কোকে ঢাকায় সুবিধা দিয়েছে এবং নয়াদিল্লিকে স্থান দিয়েছে। কুগেলম্যান আরো বলেছেন, ভূ-রাজনৈতিক কারণগুলো যুক্তরাষ্ট্রের নতুন দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে। প্রতিবেশী মিয়ানমারে সংঘাত তীব্রতর হচ্ছে এবং বাংলাদেশ লাখ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছে; তবে তাদের প্রত্যাবাসন করতে চায়। এসব স্পর্শকাতর ইস্যুতে ঢাকার সঙ্গে আলোচনার জন্য তাদের পর্যাপ্ত কূটনৈতিক পরিসর নিশ্চিত করতে চায় ওয়াশিংটন; বলেন কুগেলম্যান। তিনি আরও বলেন, মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিতিশীলতার দিকে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির মনোযোগ ক্রমবর্ধমানভাবে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র অন্যত্র কূটনৈতিকভাবে কম মাথা ঘামাতে চায়। "সম্পর্কের ইঙ্গিত ও বার্তা, ইতিবাচক ভবিষ্যত ও সম্ভাবনার ওপর জোর দিচ্ছে। অবশেষে এটি স্পষ্ট, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, বাংলাদেশের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক কৌশলগত অপরিহার্যতা;" লিখেছেন মাইকেল কুগেলম্যান। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০১.০৩.২০২৪ নারগীস)

বাংলাদেশের মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ, যুক্ত হলেন সাত প্রতিমন্ত্রী

শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের মন্ত্রিসভা সম্প্রসারিত হলো। শুক্রবার (১লা মার্চ) শপথ নিয়েছেন সাত সদস্য। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় বঙ্গভবনের দরবার হলে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন মন্ত্রিসভার নতুন সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান। এরা সকলেই প্রতিমন্ত্রী। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে সাত প্রতিমন্ত্রী শপথ ও গোপনীয়তার শপথ পত্রে স্বাক্ষর করেন। এদের মধ্যে রয়েছেন রাজশাহী-৫ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল ওয়াদুদ, নওগাঁ-২ আসনের শহীদুজ্জামান সরকার, চট্টগ্রাম-১৪ আসনের সংসদ সদস্য নজরুল ইসলাম চৌধুরী।

এছাড়াও রয়েছেন, সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগের শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক বেগম শামসুন্নাহার, সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগের অর্থবিষয়ক সম্পাদক ওয়াশিকা আয়েশা খান, সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য ও শহীদ কর্নেল নাজমুল হুদার মেয়ে নাহিদ ইজহার খান এবং আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক ও সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য ডা. রোকেয়া সুলতানা।

গত ১১ জানুয়ারি ৩৭ জন মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী নিয়ে টানা চতুর্থবারের মতো সরকার গঠন করেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। এর মধ্যে ২৬ জন মন্ত্রী ও ১১ জন প্রতিমন্ত্রী রয়েছেন। নতুনদের নিয়ে মন্ত্রিসভার মোট সদস্য সংখ্যা দাঁড়ালো ৪৪ জনে। এখন তার মন্ত্রিসভায় ২৬ জন মন্ত্রী ও ১৮ জন প্রতিমন্ত্রী রয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, প্রধান বিচারপতি, উপদেষ্টা, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, অন্যান্য মন্ত্রী, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি, সংসদ সদস্য, রাজনৈতিক নেতা, তিন বাহিনীর প্রধান, কূটনৈতিক কোরের সদস্য, সাংবাদিক এবং উচ্চপদস্থ বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তারা শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০১.০৩.২০২৪ নারগীস)

'গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও বিকাশ ছাড়া গণতন্ত্র পূর্ণতা পাবে না': তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী আরাফাত

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও বিকাশ ছাড়া গণতন্ত্র পূর্ণতা পাবে না বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত। শুক্রবার (১লা মার্চ) বিকালে চাঁদপুর প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। "সব বাস্তবতায় আমরা গণমাধ্যমকে পূর্ণাঙ্গভাবে সব ধরনের সহায়তা দেয়ার জন্য প্রস্তুত আছি। যতক্ষণ

না গণমাধ্যম শক্তিশালীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে, আমরা সঙ্গে আছি;" আরাফাত যোগ করেন। তথ্য প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, "এ বিষয়ে আমরা সাংবাদিকদের কাছ থেকে সহযোগিতা চাই।"

গণমাধ্যম ও সরকারের মধ্যে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করতে এবং আরো শক্ত ভিত্তির ওপর গণমাধ্যমকে দাঁড় করানোর জন্য চেষ্টা করা যেতে পারে বলে উল্লেখ করেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী। গণমাধ্যম সরকারকে সঠিক তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে জবাবদিহির আওতায় আনতে পারে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। বলেন, "এমনকী সরকারের সমালোচনাকেও আমরা স্বাগত জানাই।" আরাফাত আরো বলেন, "একইসঙ্গে, যে কথা আমি গত কিছুদিন ধরে বলে আসছি এবং এখনো বলছি; আপনাদের সঙ্গে নিয়ে তথ্য প্রচারের মাধ্যমে গুজব ও অপ্রপ্রচার প্রতিরোধ করতে চাই আমি।"এখন পেশাদার সাংবাদিকরাই তাদের পেশায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার দাবি তুলছেন বলে জানান প্রতিমন্ত্রী আরাফাত। তিনি বলেন, "আপনাদের কাছ থেকেই বার বার দাবি আসছে। কিন্তু আমরা শৃঙ্খলা আরোপ কিংবা নিয়ন্ত্রণ করতে চাই না। কারণ বিষয়টি আমাদের ওপরে চলে আসবে। তখন বলা হবে শৃঙ্খলার নামে গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় সরকার।"

শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার দাবি সাংবাদিকদের উল্লেখ করে তথ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, "আমরা তাদের দাবির সঙ্গে একমত। অন্য পেশা থেকে এবং অপেশাদার লোক সাংবাদিকতায় চলে আসে। এক্ষেত্রে আমরা সকলের পরমার্শ নিয়ে কাজ করতে চাই।" (ভোয়া ওয়েব পেজ: ০১.০৩.২০২৪ নারগীস)

রেডিও তেহরান

ভোগান্তি ছাড়াই বীমার প্রকৃত দাবিদারকে পাওনা বুঝিয়ে দেয়ার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

বীমার প্রকৃত দাবিদার যেন অল্প সময়ে ভোগান্তি ছাড়াই সুবিধা পায়, তা নিশ্চিত করার তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বীমা খাতের সুবিধা পেতে যারা প্রতারণার আশ্রয় নেয়, তাদের ব্যাপারে সজাগ থাকার কথাও বলেন তিনি। বীমার প্রকৃত দাবিদার যেন অল্প সময়ে ভোগান্তি ছাড়াই সুবিধা পায়, তা নিশ্চিতে তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বীমা খাতের সুবিধা পেতে যারা প্রতারণার আশ্রয় নেয়, তাদের ব্যাপারেও সজাগ থাকার কথা বলেছেন তিনি। জাতীয় বীমা দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এসময় বেইলি রোডের ভবন নির্মাণে ত্রুটির কথা জানিয়ে হতাহতদের স্বজনদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। শুক্রবার সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বীমা দিবসের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী। শুরুতেই রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থী ও শ্রেষ্ঠ বীমা প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার ও সম্মাননা তুলে দেন তিনি। অনুষ্ঠানের সূচনা বক্তৃতায় মানুষের নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করতে ইন্সুরেন্সে উদ্‌বুদ্ধ করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী, (স্বকণ্ঠে): "এখানে আমাদের যারা কাজ করেন প্রত্যেকেরই বীমা সম্পর্কে আরো সচেতনতা সৃষ্টি করা দরকার। বীমা করলে পরে মানুষ কত সুবিধা পাবে, এটা মানুষকে আরো জানাতে হবে। আমাদের এখনো অনেকে সচেতন নয়।"

ভোগান্তি ছাড়া বীমার প্রকৃত দাবিদারকে তাদের পাওনা বুঝিয়ে দিতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন তিনি। এসময় বেইলি রোডে ভবনে আগুন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, (স্বকণ্ঠে): "বেইলি রোডে যে আগুনটা লাগল সেখানে একটা মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং, সেখানে কোনো মানে ফায়ার এক্সিট নেই। যখন ঘরবাড়ি তৈরি করেন একটা খোলা বারান্দা, ফায়ার এক্সিট বা ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা করবেন।" (রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ০১.০৩.২০২৪ নারগীস)

আগুনে নিহত ৪৬ মরদেহ হস্তান্তর; ৩৮ জনের চিকিৎসাধীন সবাই আশঙ্কাজনক : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার বেইলি রোডের বহুতল ভবনে ভয়াবহ আগুনের ঘটনায় এ পর্যন্ত ৪৬ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড. সামন্ত লাল সেন। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার বেইলি রোডের বহুতল ভবনে ভয়াবহ আগুনের ঘটনায় এ পর্যন্ত ৪৬ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড. সামন্ত লাল সেন। বৃহস্পতিবার রাত ৯টা ৫০ মিনিটের দিকে রাজধানীর বেইলি রোডে অবস্থিত বহুতল ভবনে আগুন লাগে। এতে ৪৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও গুরুতর আহত হয়েছেন অন্তত ২২ জন। এ ঘটনায় নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। নিহতদের মধ্যে ৩৮ জনের মরদেহ পরিবারের কাছে ইতোমধ্যেই হস্তান্তর করা হয়েছে, পরিচয় শনাক্ত হয়েছে ২৭ জনের। ১২ জন আহত অবস্থায় শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা রাখা রয়েছে। তাদের কেউ শঙ্কামুক্ত নয় বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন, (স্বকণ্ঠে): "বদ্ধ ঘরে যখন বেরোতে পারে না, তখন ওই ধোঁয়াটা শ্বাসনালীতে চলে যায় এবং প্রত্যেকেরই তা হইছে। এখনো যারা আছেন তারা কেউ শঙ্কামুক্ত নয়।"

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ভবনটির প্রথম ও দ্বিতীয় তলায় আগুন লাগার পর তা ওপরের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। দ্রুত ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পাশাপাশি ক্রেনের সাহায্যে ভবনের সপ্তম তলা ও ছাদে আশ্রয় নেয়া ব্যক্তিদের নামিয়ে আনতে থাকেন তারা। ফায়ার সার্ভিসের ১৩টি ইউনিটের চেষ্টায় রাত ১১টা ৫০ মিনিটের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা, (স্বকণ্ঠে): "এই বিল্ডিংয়ে কোনো ফায়ার সেফটি প্ল্যান ছিল না এবং আমরা দুই-একটি ফায়ার এক্সটিংগুইশার দেখেছি। কিন্তু সবচেয়ে বড় যেটি কথা একটি মাত্র সিঁড়ি এবং একটাই পথ।"

এদিকে, আহতদের হাসপাতালে দেখতে গিয়ে ত্রাণ ও দুর্যোগ প্রতিমন্ত্রী মাহবুবর রহমান জানান, নিহতদের পরিবারকে ২৫ হাজার টাকা এবং আহতদের সব খরচ বহন করবে সরকার, (স্বকণ্ঠে): "আমরা যারা মারা গেছে এদের আপাতত সৎকার করার জন্য ২৫ হাজার টাকা আমরা দিচ্ছি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা হচ্ছে।" ঘটনার পরপর র‍্যাব পুলিশসহ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল ও ঢাকা মেডিকেলের বার্ণ ইউনিট পরিদর্শন করেছেন। ঘটনাস্থল ঘুরে এসে র‍্যাবের মহাপরিচালক এম খুরশীদ হোসেন জানান, গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুনের সুত্রপাত হতে পারে। তবে এ ব্যাপারে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। মরদেহগুলো স্বজনদের কাছে হস্তান্তরের সময় কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন নিহতদের স্বজনরা। (রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ০১.০৩.২০২৪ নারগীস)

এনএইচকে

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় একটি ভবনে অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ৪৬ জন নিহত

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার একটি ব্যস্ত বাণিজ্যিক এলাকার একটি ভবনে একটি বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। এতে কমপক্ষে ৪৬ জন নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হওয়ার খবর নিশ্চিত করেছে দেশটির স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটে। খুচরা দোকান সম্বলিত সাত তলার কমপ্লেক্সটিতে মূলত, বেশিরভাগ দোকানই ছিল রেস্তোরাঁ। আর অগ্নিকাণ্ড ঘটার সময়ে সেখানে নৈশভোজসহ অন্যান্য কারণে যাওয়া ক্রেতাদের ভিড় ছিল।

স্থানীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, লোকজন সাততলা ভবনটির উপরের তলাগুলোর দিকে পালানোর চেষ্টা করলেও শিশুসহ তাদের অনেকেই আটকা পড়েন। দমকলকর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং প্রায় দুই ঘণ্টার মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের ভাষ্যানুযায়ী, নিঃশ্বাসের সাথে কার্বন মনোক্সাইড গ্রহণের কারণে ৪৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। বর্তমানে অগ্নিদগ্ধদের চিকিৎসাকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন কয়েকজন আহতের অবস্থাও আশঙ্কামুক্ত নয়।
(এনএইচকে ওয়েব পেজ : ০১.০৩.২০২৪ নারগীস)

ডয়চে ভেলে

আগুন কেন লাগলো, নিশ্চিতভাবে বলতে পারছে না পুলিশ

ঢাকার বেইলি রোডের বহুতল বাড়িতে কেন আগুন লাগলো, তা এখনো পুলিশ বা দমকল কর্মকর্তারা জানাতে পারেননি। পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) প্রধান মোহাম্মদ আলী মিয়া রাত পৌনে তিনটা নাগাদ ঘটনাস্থলে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, নিচতলা থেকেই আগুন লাগে। প্রথম আলো জানিয়েছে, মোহাম্মদ আলী মিয়া বলেছেন, "শর্ট সার্কিট নাকি গ্যাসের সিলিন্ডার ফেটে বা গ্যাস লিক করার ফলে আগুন লেগেছে, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ঘটনাস্থল থেকে সংগ্রহ করা জিনিসের কেমিক্যাল পরীক্ষা হবে। তারপর আগুন লাগার আসল কারণ জানা যাবে।" সিআইডি প্রধান বলেছেন, "মরদেহ শনাক্ত করার জন্য ডিএনএ পরীক্ষা করা হবে। তদন্ত করে যদি দেখা যায়, কারো দায়িত্বে অবহেলার জন্য এই ঘটনা ঘটেছে, তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে।" ছয়তলা ভবনটিতে অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ৪৬ জন মারা গেছেন। চিকিৎসাধীন ১২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক মঈন উদ্দিন সাংবাদিকদের বলেছেন, "ভবনের প্রতিটি তলায় গ্যাস সিলিন্ডার ছিল।" তার ধারণা, চুলা থেকে বা গ্যাস লিক করে আগুন লাগতে পারে। র‍্যাব-৩ এর এএসপি কামরুল হাসান বিডিনিউজ২৪ ডটকমকে বলেছেন, "প্রাথমিক অনুসন্ধান ও প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, নিচতলা থেকে আগুন উপরের দিকে উঠেছে।" দ্য ডেইলি স্টার জানিয়েছে, বহুতল ভবনে আগুন নেভানোর জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল না বলে ফায়ার সার্ভিসের তরফে জানানো হয়েছে। তারা বলেছেন, ভবনটিতে একটি মাত্র সিঁড়ি ছিল এবং আগুন লাগলে বা কোনো জরুরি প্রয়োজনে বাইরে বের হওয়ার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এছাড়া ভবনটিতে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থাও পর্যাপ্ত ছিল না। ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের পরিচালক (প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) লেফটেন্যান্ট কর্নেল রেজাউল করিম বলেছেন, 'এই ধরনের বাণিজ্যিক ভবনে শুধু একটিমাত্র সিঁড়ি থাকা একেবারেই মেনে নেয়া যায় না।। এটি অগ্নি নিরাপত্তা প্রোটোকলের একটি বড় ত্রুটি।' রেজাউল করিম জানিয়েছেন, এই বহুতল ভবনে অনেকগুলি রেস্তোরাঁ ছিল এবং সিঁড়ির পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গ্যাস সিলিন্ডার রাখা ছিল। তাই আগুন লাগার পর তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ও ভয়াবহ রূপ নেয়। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ:০১.০৩.২০২৪ রিহাব)

ঢাকার বেইলি রোডে আগুনে ৪৬ জনের মৃত্যু, আশঙ্কাজনক ১২ জন

বাংলাদেশের রাজধানীর বেইলি রোডে একটি ছয়তলা ভবনে অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ৪৬ জন মারা গেছেন। চিকিৎসাধীন ১২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বাংলাদেশে ডয়চে ভেলের কনটেন্ট পার্টনার দ্য ডেইলি স্টার জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত ৯টা ৫০ মিনিটে ভবনটিতে আগুন লাগে। ফায়ার সার্ভিসের ১২টি ইউনিট আগুন নেভানোর কাজ করে। রাত ১১টা ৫০ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে শুক্রবার সকালেও ফায়ার সার্ভিসের দুইটি ইউনিট সেখানে কাজ করছে। শুক্রবার সকালে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ''বেইলি রোডে আগুনের ঘটনায় ৪৬ জন মারা গেছেন।'' মন্ত্রী আরও বলেন, ''আগুনে দগ্ধ ১২ জন হাসপাতালে ভর্তি আছেন। তাদের সবার অবস্থা আশঙ্কাজনক। কারণ তাদের শ্বাসনালী পুড়ে গেছে। ১০ জন শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন। ঢাকা মেডিকেল কলেজে দুইজনের চিকিৎসা

চলছে।" তিনি জানিয়েছেন, যারা মারা গেছেন, তাদের বেশিরভাগেরই শ্বাসনালীতে ধোঁয়া ঢুকে যাওয়ার কারণেই মৃত্যু হয়েছে।

ডেইলি স্টার জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা ৪৫ মিনিটে ফায়ার সার্ভিসের ডিউটি অফিসার এরশাদ হোসাইন বলেছেন, পোড়া জায়গা থেকে এখনো আগুন লাগার ঝুঁকি আছে। তাই সর্তকতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট সেখানে কাজ করছে। রাত দেড়টার দিকে ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মাইন উদ্দিন জানান, ফায়ার সার্ভিস ভবনটি থেকে তিন জনের মরদেহ উদ্ধার করেছে। ফায়ার সার্ভিস মহাপরিচালক বলেন, ‘‘আমাদের ১৩টি ইউনিট আগুন নির্বাপণে কাজ করে। আমরা ৩ জনকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করি। ৪২ জনকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করেছি এবং জীবিত অবস্থায় ৭৫ জনকে উদ্ধার করেছি।’’ ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা মোহাম্মদ শিহাবের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে নয়টার দিকে বিরিয়ানির রেস্টুরেন্ট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। পরে তা দ্রুত অন্য তলাগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ে। এসময় অনেক মানুষ ভবনে আটকা পড়েন। অগ্নিনির্বাপণকর্মীরা দুই ঘণ্টার প্রচেষ্টায় আগুন নেভাতে সক্ষম হন বলে জানান তিনি। একটি রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার সোহেল এএফপিকে বলেন, ‘‘প্রথম যখন সিঁড়িতে আগুন দেখি তখন আমরা ছয় তলায় ছিলাম। অনেক মানুষ সিঁড়িতে ভিড় করেন। আমরা পানির পাইপ দিয়ে নিচে নামার চেষ্টা করি। উপরের তলা থেকে লাফ দিতে গিয়ে অনেকে আহত হন।’’ ফায়ার সার্ভিস বিবৃতিতে জানিয়েছে, ভবনের ভেতর থেকে তাদের কর্মীরা ৭৫ জনকে জীবিত উদ্ধারে সক্ষম হয়েছেন। ভবনটিতে বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট ছাড়াও পোশাক ও মোবাইল ফোনের দোকান ছিল বলে জানা গেছে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ:০১.০৩.২০২৪ রিহাব)

গ্রিন কোজি কটেজ : রাজধানীতে আরেক মৃত্যুপুরী

ভবনটির নাম ‘গ্রিন কোজি কটেজ' । পুড়ে অনেকটাই কালো হয়ে যাওয়া সেই ভবন এখন যেন মৃত্যুপুরী হয়ে দাঁড়িয়ে! বৃহস্পতিবার আগুন লাগার পর ‘কাচ্চি ভাই' নামটাই ছড়িয়েছে মুখে মুখে। নানা কাজে সেই ভবনে যাওয়া মানুষদের মধ্যে ৪৬ জনের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে আগুন। হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন অন্তত ১২ জন। ঢাকার বেইলি রোডের সাত তলা ওই ভবনটির দ্বিতীয় তলায় ‘কাচ্চি ভাই'। ৩য় তলায় একটি পোশাকের দোকান। বাকি সব ফ্লোরেই খাবারের দোকান। দোকানগুলোর ‘সুনাম' থাকায় ভিড় লেগেই থাকতো। এমন একটি ভবনও যে নানা দিক দিয়ে ‘অবৈধ' ছিল তা এখন জানা যাচ্ছে। কর্তৃপক্ষ এতদিন বিষয়টি জানলেও ব্যবস্থা নেয়নি। এতদিন শুধু নোটিশ দিয়েই শেষ হয়েছে তাদের দায়িত্ব। শুক্রবার সকালে ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মাইন উদ্দিন বলেন," ভবনটির কোনো ফায়ার সেফটি প্ল্যান ছিল না। ভবনটি যে ঝুঁকিপূর্ণ তা জানিয়ে তিনবার চিঠি দেয়া হয়েছিল কর্তৃপক্ষকে।” তিনি জানান, বৃহস্পতিবারের অগ্নিকাণ্ডের পর ফায়ার সার্ভিস তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব মো. আব্দুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে বলেন, "ওই ভবনের অধিকাংশ রেষ্টুরেন্টে কোনো অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা ছিল না।” এইভাবে অবৈধ একটি ভবনে কিভাবে এতগুলো প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিক কার্যক্রম চালিয়েছে তা জানতে চাইলে তিনি বলেন, "ভবনটি অবৈধ কিনা তা রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ খতিয়ে দেখবে। তদন্ত কমিটিও দেখবে। ”

র‍্যাবের মহাপরিচালক এম খুরশিদ হোসেন বলেছেন, "নীচতলার ছোট একটি দোকান থেকে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়। সেখান থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ভবনটিতে আরো রেষ্টুরেন্ট থাকায় আরো অনেক সিলিন্ডার ছিল। ফলে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।” জানা গেছে, নীচতলার ওই ছোট দোকানটিও নকশার বাইরে অবৈধভাবে তৈরি করা হয়। পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের পুলিশ সুপার (এসপি) মিজানুর রহমান শেলি শুক্রবার ঘটনাস্থন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে তিনি বলেন, "বেইলি রোডের ওই বহুতল ভবনটিতে কোনো ভ্যান্টিলেশন ব্যবস্থা ছিল না। এছাড়া ভবনে ফায়ার সরঞ্জাম পাওয়া যায়নি।” তিনি আরো বলেন,"ভবনের ভেতর থেকে ধোঁয়া বের হওয়ার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ধোঁয়ার কারণেই বেশিরভাগ মানুষ মারা গেছেন।” রাজউকের প্রধান প্রকৌশলী উজ্জ্বল মল্লিক জানিয়েছেন, তারা কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখেছেন, ভবনটির নকশা পাঁচ তলা পর্যন্ত বাণিজ্যিক। তবে তারা উপরের দুই তলাও বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করেছেন। রাজউক সাত সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। তারা সাত দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দেবে। আর রাজউকের নগর পরিকল্পনাবিদ ও বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (ড্যাপ) প্রকল্পের পরিচালক আশরাফুল ইসলাম বলেন,"তাদের অফিস কাম রেসিডেন্সের অনুমোদন থাকলেও হোটেল রেস্টুরেন্টের কোনো অনুমোদন ছিল না। মালিক পক্ষ অনুমোদনের শর্ত ভঙ্গ করেছে।”

রাজউক সূত্রে জানা যায়, ২০১১ সালে বেজমেন্টসহ আট তলার বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবনটির নকশা অনুমোদন দেয় রাজউক। ভবনের মালিকের নাম হামিদা খাতুন। আর ভবনটির নির্মাণ প্রতিষ্ঠান আমিন মোহাম্মদ ফাউন্ডেশন। ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো মাইন উদ্দিন বলেন, "ভবনটিতে অগ্নি নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। একটিমাত্র সিঁড়ি। আর ভবনের একটি ফ্লোর ছাড়া সব ফ্লোরে গ্যাস সিলিন্ডার রাখা ছিল অপরিকল্পিতভাবে।" ফায়ার সার্ভিসের সাবেক মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আলি আহমদ খান ডয়চে ভেলেকে বলেন, "আমি যা দেখেছি ওই ভবনটির যে কমার্শিয়াল কমপ্লায়েন্স থাকার কথা, তা নাই। পুরো ভবনটি কাঁচে ঘেরা। ফলে সিঁড়িতে আগুন দ্রুত ট্র্যাভেল করে। বিকল্প সিঁড়ি ছিল না। ফলে কেউ আর বের হতে পারেনি। ” তার কথা,

"এখানে পর্যাপ্ত ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম ছিল না। হাইড্রেন্ট ছিল না। ভবনের ইন্টেরিয়র খুবই দাহ্য। পুরো ভবনেই রেষ্টুরেন্ট থাকায় অনেক গ্যাস সিলিন্ডার ছিল। এর জন্য যে বাড়তি নিরাপত্তার দরকার ছিল, তা তারা নেয়নি।" একই ধরনের কথা বলেন ফায়ার সার্ভিসের সাবেক পরিচালক সেলিম নেয়াজ ভুঁইয়া। তার মতে, "ফায়ার আইন ও ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অনুয়ায়ী ওই ভবনটি অবৈধ। কোনো নিরাপত্তা পরিকল্পনা ছাড়াই ভবনটি তৈরি করা হয়েছে। " আর নগর পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক ড. আদিল মোহাম্মদ খান বলেন, "আমি যা দেখেছি তাতে বিল্ডিং কোড মানা হয়নি। আবাসিক ভবনের চেয়ে বাণিজ্যিক ভবনের নিরাপত্তা আরো বেশি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু তারা সেটা করেনি। এখানে রাজউক, ফায়ার সার্ভিস, সিটি কর্পোরেশন সবার দায় আছে। কিন্তু কেউ ব্যবস্থা নেয়নি।" রাজউকের নগর পরিকল্পনাবিদ ও বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (ড্যাপ) প্রকল্পের পরিচালক আশরাফুল ইসলাম বলেন, "ফায়ার আইনে ছয় তলার বেশি হলেই সেটা বহুতল ভবন। তবে রাজউক আইনে ১০ তলার বেশি হলে বহুতল। এখানে আইনটি সাংঘর্ষিক। ফায়ার আইনে থাকলেও আমাদের আইনে ওই ভবনের আলাদা ফায়ার সিঁড়ি দরকার নেই। তারপরও আমার মনে হয় আবাসিক ভবনের জন্য ১০ তলার বেশি ঠিক আছে। কিন্তু বাণিজ্যিক ভবনের জন্য ছয় তলার বেশি হলে ডাবল সিঁড়ি থাকা উচিত। আর ওই ভবনটিতে অনুমোদন না নিয়ে রেষ্টুরেন্ট করা হয়েছে। অনেক গ্যাস সিলিন্ডার বসানো হয়েছে। তাই সব ধরনের অগ্নিনরাপত্তা থাকা উচিত ছিল।"

গত ১৪ বছরে ঢাকায় কমপক্ষে ১০টি বড় ধরনের আগুনের ঘটনা ঘটেছে। নীমতলী, চুড়িহাট্টা ও বনানীর এফআর টাওয়ারের পর বেইলি রোড আরো একটি ট্র্যাজেডি যোগ করলো। এই চারটি ভয়াবহ আগুনের ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ২৬৭ জনের। এছাড়া, গত কয়েক বছরে বঙ্গবাজার, নিউমার্কেটসহ ঢাকায় বেশ কয়েকটি বড় আগুনের ঘটনা ঘটেছে। প্রতিটি ঘটনার পরই অনেক কথা হয়, কিন্তু পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয় না। দায়ীরা আসেনা বিচারের আওতায়। ২০১০ সালের ৩ জুন রাতে ঢাকার নিমতলীতে আগুনে মারা যান ১২৪ জন, আহত হন প্রায় অর্ধশতাধিক, পুড়ে যায় ২৩টি বসতবাড়ি, দোকান ও কারখানা। নিমতলীতে কেমিকেল গোডাউন থাকায় ভয়াবহ আগুনের ঘটনা ঘটে। নিমতলীর ওই গোডাউনগুলো ১৩ বছরেও সরানো যায়নি। ২০১৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে চকবাজারের চুড়িহাট্টা এলাকায় আগুনে ৭১ জন মারা যান, আহত হন কয়েকশ মানুষ। ওই আগুন নেভাতে ১৪ ঘন্টা সময় লেগেছিল। কারণ ওই এলাকা এতই ঘিঞ্জি ছিল যে, ফায়ার সার্ভিসের গাড়িই সেখানে যেতে পারেনি। বনানীর বহুতল বাণ্যিজিক ভবন এফআর টাওয়ারে ২০১৯ সালের ২৮ মার্চ দুপুরে আগুন লেগে ২৭ জনের মৃত্যু হয় এবং শতাধিক আহত হন। ২২তলা ওই ভবনটিতে ছিল না অগ্নি নিরাপত্তা। মামলা হলেও মালিকপক্ষ প্রভাবশালী হওয়ায় তারা এখনো ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। ২০২১ সালের ২৭ জুন সন্ধ্যায় মগবাজার ওয়্যারলেস এলাকার 'রাখি নীড়' নামে একটি ভবনের নীচতলায় বিস্ফোরণ হয়। ওই ঘটনায় ১২ জন মারা যান। একটি ফুডশপে গ্যাসের বিস্ফোরণ থেকে পুরো ভবনে আগুন ছড়িয়েছিল। ২০২৩ সালের ৪ এপ্রিল ভোরে বঙ্গবাজারে আগুন লাগে। সেদিন বঙ্গবাজারের পাশাপাশি আরও চারটি মার্কেট আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ওই বছরের ১৫ এপ্রিল ঢাকা নিউ সুপার মার্কেটে আগুনে ২২৬টি দোকান পুড়ে যায় ।

কিন্তু কোনো ঘটনার জন্যই কারো শাস্তি হওয়ার নজির নেই। প্রতিটি ঘটনায় একাধিক তদন্ত কমিটি গঠন করা হলেও কোনো তদন্তই আলোর মুখ দেখেনি। বরং যাদের এগুলো দেখার দায়িত্ব, তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। নগর পরিকল্পনাবিদ আদিল মোহাম্মদ খান বলেন, "এখানে রাজউক, ফায়ার সার্ভিস, সিটি কর্পোরেশন সবার দায় আছে। দায় আছে ভবন মালিকদের। তাদের আইনের আওতায় আনা দরকার। সেটা হয় না বলেই বার বার আমরা মৃত্যু দেখি।" তার কথা, "আইন আছে, কিন্তু অর্থের বিনিময়ে ভবন মালিকরা ত্রুটিপূর্ণ ভবনের অনুমোদন নেন। আবার ভবন নির্মাণের পর অর্থের বিনিময়ে আইন লঙ্ঘন করে পার পেয়ে যান। কর্তৃপক্ষের চোখের সামনেই এই অবৈধ কাজ চলে।" রাজউকের নগর পরিকল্পনাবিদ আশরাফুল ইসলাম বলেন, "আমরা নকশায় ব্যত্যয় হলে ব্যবস্থা নিতে পারি। আমরা ছাড়া ফায়ার সার্ভিস, সিটি কর্পোরেশনেরও দায় আছে। তবে প্রাণহানির ব্যাপারে ফৌজদারি মামলা তো পুলিশ বা ক্ষতিগ্রস্তরা করবে।" একই ধরনের কথা বলেন ফায়ার সার্ভিসের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শাহজাহান শিকদার। তিনি বলেন, "আমরা নোটিশ দিতে পারি, মামলা করতে পারি না।" বেইলি রোডের ঘটনায় তারা কোনো মামলা করেননি জানিয়ে তিনি বলেন," তদন্ত কমিটি তদন্ত করছে। তদন্ত শেষ হলে বলা যাবে কী ব্যবস্থা নেয়া হবে।"

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০১.০৩.২০২৪ রিহাব)

রেডিও টুডে

রাজধানীর বেইলি রোডের ভবনটিতে আগুনের ঘটনায় তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ

রাজধানীর বেইলি রোডের ভবনটিতে আগুনের ঘটনায় তিনজনকে আটক করা হয়েছে। আজ শুক্রবার তাদের আটক করা হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আটক তিনজন হলেন ওই ভবনে 'চুমুক' নামের একটি খাবার দোকানের দুই মালিক আনোয়ারুল হক ও শফিকুর রহমান এবং 'কাচ্চি ভাই' নামের আরেকটি খাবারের দোকানের ব্যবস্থাপক জয়নুদ্দিন জিসান। ঢাকা মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার খ. মহিদ উদ্দিন আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান। মহিদ উদ্দিন বলেন, ভবনের নিচতলার খাবার দোকান থেকে আগুনের সূত্রপাত। আগুনের ঘটনায় অবহেলার কারণে মৃত্যুর অভিযোগে পুলিশ বাদী হয়ে একটি

মামলা করবে। ভুক্তভোগী পরিবারের কেউ মামলা করতে চাইলে মামলা করতে পারবেন। এ ঘটনায় ইতিমধ্যে তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। (রেডিও টুডে : ২১৪৫ ঘ.০১.০৩.২০২৪ আসাদ)

শপথ নিলেন আরো সাতজন প্রতিমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান মন্ত্রিসভায় শপথ নিয়েছেন আরো সাত নতুন সদস্য। ফলে মন্ত্রিসভার আকার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৪ জনে। বঙ্গভবনে শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে মন্ত্রিসভার মন্ত্রিসভার নতুন এই সাত সদস্য শপথ নেন। তারা সকলে প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। তাদেরকে শপথ বাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন। মন্ত্রী পরিষদ সচিব মোহাম্মদ মাহবুব হোসেন এই অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন। এর আগে রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে মন্ত্রী পরিষদ সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে আজ বিকালে সাত প্রতিমন্ত্রীকে নিয়োগের কথা জানানো হয়। (রেডিও টুডে : ২১৪৫ ঘ.০১.০৩.২০২৪ আসাদ)

রাজধানীর বেইলি রোডের একটি বহুতল ভবনে লাগা অগ্নিকাণ্ডে এ পর্যন্ত ৪৬ জনের মৃত্যু হয়েছে

রাজধানীর বেইলি রোডে একটি বহুতল ভবনে লাগা ভয়াবহ আগুনে বাড়ল লাশের সারি। এখন পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৬ জনে। এর মধ্যে একই পরিবারের পাঁচজন রয়েছেন। এই ঘটনায় নিহতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার রাত পৌনে দশটার দিকে ভবনটিতে আগুন লাগে। আগুন নেভানোর পর হতাহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে নেয়া হয় । অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় হতাহতদের খোঁজ নিতে ঢামেকে ছুটে আসেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন। ব্রিফিংয়ে তিনি জানান অগ্নিকাণ্ডের এই ঘটনায় দগ্ধ হয়ে ৪৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট ও ঢামেকে ভর্তি আছেন আরো ২২ জন। তাদের সবার অবস্থা আশঙ্কাজনক। এদিকে রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালে আরো একজন মারা গেছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। অন্যদিকে শুক্রবার সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আরো দুজন মারা যান। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান ভবনটির প্রথম ও দ্বিতীয় তলায় আগুন লাগার পর তা উপরের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। পরে ফায়ার সার্ভিসের ১৩ টি ইউনিটের প্রচেষ্টায় রাত ১১:৫০ মিনিটের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ইতোমধ্যে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর শুরু হয়েছে।
(রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ০১.০৩.২০২৪ আসাদ)

বেইলি রোডে অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনায় গভীর দুঃখ ও শোক প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী

রাজধানীর বেইলি রোডের একটি বহুতল ভবনে অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শুক্রবার রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী শোক জানিয়ে পৃথক বার্তা দিয়েছেন। শোকবার্তায় নিহতদের রুহের মাগফেরাত ও আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন। এদিকে প্রধানমন্ত্রী তার শোকবার্তায় আগুনে পুড়ে মৃত্যুবরণকারীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। এ সময় তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন। এছাড়া আহতদের দ্রুত চিকিৎসা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তাৎক্ষণিক নির্দেশনা দিয়েছেন। (রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ০১.০৩.২০২৪ আসাদ)

বেইলি রোডের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কেউ দোষী হলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে : দুর্যোগ প্রতিমন্ত্রী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী হাবিবুর রহমান বলেছেন, বেইলি রোডের বহুতল ভবনে আগুনের ঘটনায় কেউ দোষী সাব্যস্ত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। শুক্রবার বেইলি রোডে আগুনে পুড়ে যাওয়া ভবন পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ মোতাবেক আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করছি।। এই ঘটনায় সবাই সব ধরনের সহযোগিতা পাবেন। এ ছাড়া যেসব ভবনে ত্রুটি রয়েছে সেগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কাজ করছে রাজউক। (রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ০১.০৩.২০২৪ আসাদ)

বীমা নিয়ে এখন অনেকে নানা ধরনের ব্যবসাও করেন : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন অনেক সময় বীমা নিয়ে অনেকে নানা ধরনের ব্যবসাও করেন। সামান্য আগুন লাগার ঘটনা ঘটলেও পরে অনেক বেশি ক্ষতি দেখায়। অনেক সময় তদন্তকারীদের ম্যানেজও করে ফেলে। শুক্রবার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় বীমা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। বীমা সম্পর্কে মানুষকে আরও সচেতন করতে হবে জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, বীমা আমাদের প্রত্যেকের জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের জীবনে বিভিন্ন ঝুঁকি এড়াতে বীমা সহযোগিতা করে। এ সময় বেইলি রোডে আগুন লাগার ঘটনায় অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা না থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এসব ভবন নির্মাণে ইঞ্জিনিয়ার এবং মালিকদের গাফিলতি থাকে। এসব ক্ষেত্রে সচেতনতা খুবই প্রয়োজন। বর্তমান মানুষের করার ক্ষমতা বেড়েছে, জীবন ব্যবস্থা অনেক উন্নত হয়েছে। যে-কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সে ক্ষেত্রে ইন্স্যুরেন্স কিন্তু নিরাপত্তা দিতে পারে। (রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ০১.০৩.২০২৪ আসাদ)

রাজধানীর বেইলি রোডে অগ্নিকাণ্ডে নিহতের ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মির্জা ফখরুল

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, দেশে আইনের শাসন না থাকলে দুর্ঘটনা ও বিপর্যয় ঘটতেই থাকে। কারণ সরকারকে জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। শুক্রবার রাজধানীর বেইলি রোডে

অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করে তিনি এসব কথা বলেন। শোকবার্তায় মির্জা ফখরুল বলেন, জনসমাজে নৈরাজ্য বিরাজ করে বলেই দুর্ঘটনা ঘটে ও মানুষের প্রাণ ঝরে যায়। গতকাল অগ্নিকাণ্ডে নিহত ও আহতদের স্বজনদের প্রতি তিনি গভীর সমবেদনা জানান। (রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ০১.০৩.২০২৪ আসাদ)

চট্টগ্রামের বাকলিয়ার একটি বাজারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে

ঢাকার বেইলি রোডের অগ্নিকাণ্ডে ৪৬ জনের মৃত্যুর ঘটনার পর এবার চট্টগ্রামের বাকলিয়া কালামিয়ার বাজার এলাকায় একটি কোল্ড স্টোরেজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করেছে ফায়ার সার্ভিসের আটটি ইউনিট। শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে চট্টগ্রামের এক্সেল রোড এলাকায় নির্মাণাধীন কোল্ড স্টোরেজে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। (রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ০১.০৩.২০২৪ আসাদ)

আসন্ন ঈদযাত্রায় ট্রেন ও বগির সংখ্যা বাড়ানো হবে : রেলমন্ত্রী

রেলমন্ত্রী মোঃ জিল্লুল হাকিম বলেছেন ঈদযাত্রায় যাত্রীদের সুবিধার্থে ট্রেন ও বগির সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। শিগগির মিটিংয়ে এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। শুক্রবার বেলা সোয়া ১১টায় রাজবাড়ী স্টেশনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। তিনি জানান অতিরিক্ত যে সব বগি যুক্ত করা হবে সেখানে বসার এবং দাঁড়ানোর যাত্রী যেতে পারবে। ঈদকে সামনে রেখে ট্রেনের সব সুযোগ-সুবিধা রাখা হবে সেখানে।
(রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ০১.০৩.২০২৪ আসাদ)

অগ্নিঝরা মার্চের প্রথম দিন আজ

অগ্নিঝরা মার্চের প্রথম দিন আজ। এ মাসেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ঐদিন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থাগিত ঘোষণা করেন। পূর্বের ঘোষণা অনুযায়ী তেসরা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ঢাকায় হওয়ার কথা ছিল। এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে যায় দেশ আবারো কঠোর সামরিক ব্যবস্থার দিকে যাচ্ছে এবং সামরিক আইন কঠোর করে ভেতরে ভেতরে কোন গভীর ষড়যন্ত্রের প্রস্তুতি চলছে। রেডিওতে খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা শহরে সর্বপ্রথম সম্মিলিত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন স্টেডিয়ামের হাজার হাজার ক্রিকেট দর্শক। এরপরই প্রতিবাদে মুখর হয়ে পড়ে ঢাকা-সহ গোটা দেশ।
(রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ০১.০৩.২০২৪ আসাদ)

সাবেক প্রেমিকাকে হত্যার দায়ে সিঙ্গাপুরে এক বাংলাদেশির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

সিঙ্গাপুরে এক বাংলাদেশির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। সাবেক প্রেমিকাকে হত্যার দায়ে তার মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। দ্য স্ট্রেঞ্জ টাইমসের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয় ২০১৮ সালে তিনি সাবেক প্রেমিকাকে সিঙ্গাপুরের একটি হোটেলে নিয়ে হত্যা করেন। এই ঘটনায় ২৮শে ফেব্রুয়ারি তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। মৃত্যুদণ্ড কার্যকরা ঐ বাংলাদেশির নাম আহমেদ সেলিম। (রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ০১.০৩.৩০৩৪। আসাদ)

পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পণ্যের দাম কমলেও উল্টো চিত্র বাংলাদেশে

পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সবকিছুর দাম তুলনামূলক কমিয়ে দেওয়া হলেও বাংলাদেশের সব কিছু দাম বেড়ে যায়। এরই ধারাবাহিকতায় রমজান আসার আগেই বেড়েছে ভোজ্য তেল, চিনি, ছোলা, ডাল, খেজুর ও পেঁয়াজের মত নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম। সব মিলিয়ে বাজারে যেন বাড়তি দামের ছোঁয়া লেগেছে। শুক্রবার রাজধানীর কয়েকটি বাজার ঘুরে দেখা গেছে প্রায় প্রতিটি পণ্য বাড়তি দামে বিক্রি হচ্ছে। বেড়েছে গরুর মাংস, ব্রয়লার মুরগি, সোনালি মুরগি ও কক মুরগির দাম। বাজারে কিছু কিছু সবজি বিক্রি হচ্ছে বেশ চড়া দামে। এছাড়া বাজারের সব ধরনের মাছের দামও বাড়তি দেখা গেছে। (রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ০১.০৩.২০২৪ আসাদ)

বেইলি রোডের বহুতল ভবনে অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের মধ্যে এ পর্যন্ত ৩৮ জনের মরদেহ হস্তান্তর

রাজধানীর বেইলি রোডের একটি বহুতল ভবনে আগুনের ঘটনায় এ পর্যন্ত ৪৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে ৪১ জনের মরদেহ সনাক্ত করা হয়েছে এবং ৩৮ জনের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে নিহতদের পরিবারকে ২৫ হাজার টাকা ও আহতদের পরিবারকে ১৫ হাজার টাকা সহায়তা দেয়া হচ্ছে।
(রেডিও টুডে ১৮৪৫ ঘ. ০১.০৩.২০২৪ আসাদ)

ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনায় ভবনটির মালিক পক্ষকে তিনবার নোটিশ দেয়া হয়েছিল: ফায়ার সার্ভিস

এদিকে আগুনের ঘটনা অনুসন্ধানের জন্য ফায়ার সার্ভিস, পিবিআই এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে তদন্ত গঠন করা হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনায় ভবনটির মালিকপক্ষকে তিনবার নোটিশ দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মাইনুদ্দিন। ফায়ার সার্ভিস জানায় বৃহস্পতিবার রাত ৯ : ৫০ মিনিটের দিকে ভবনটিতে আগুন লাগে। প্রায় দু'ঘণ্টার চেষ্টার পর রাত ১১ : ৫০ মিনিটের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। (রেডিও টুডে ১৮৪৫ ঘ. ০১.০২.২০২৪ আসাদ)

বেইলি রোডের ওই ভবনের ছোট্ট একটি দোকান থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়: র‍্যাব ডিজি

র‍্যাবের মহাপরিচালক এম খুরশিদ হোসেন বলেছেন, বেইলি রোডের সাত তলা ভবনের নিচতলার ছোট একটি দোকান থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। অনেক সিলিন্ডার থাকায় সেগুলো বিস্ফোরিত হয়ে ভবনে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

শুক্রবার সকালে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন দগ্ধদের দেখতে গিয়ে ফায়ার সার্ভিসের বরাত দিয়ে র‍্যাবের মহাপরিচালক সাংবাদিকদের এই তথ্য জানান। র‍্যাব মহাপরিচালক বলেন, যারা মারা গেছেন তাদের অধিকাংশই আগুনে পুড়ে নয়, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেছেন। এই ভবনে একটি মাত্র সিড়ি ছিল এবং দুটো লিফট ছিল। আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চলে গেলে লিফট বন্ধ হয়ে যায়। যার কারণে লোকজন নামতে পারেনি। (রেডিও টুডে ১৮৪৫ ঘ. ০১.০২.২০২৪ আসাদ)

অগ্নিনির্বাপণ নিরাপত্তার বিষয়ে সতর্ক না হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী

বারবার নির্দেশ দেওয়ার পরও অগ্নিনির্বাপণ নিরাপত্তার বিষয়ে সতর্ক না হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অগ্নি নিরাপত্তা নিয়ে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক হওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। শুক্রবার সকালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিমা দিবসের অনুষ্ঠানে যোগদেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অনুষ্ঠানে বেইলি রোডের অগ্নি দুর্ঘটনায় দুঃখ প্রকাশের পাশাপাশি এ নিয়ে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। এ ছাড়া বীমার প্রাপ্য টাকা গ্রাহকরা যেন সহজে পায় সেদিকে খেয়াল রাখার জন্য বীমা কোম্পানির প্রতি আহ্বান ও জানান তিনি। এর পাশাপাশি বীমার ক্ষতিপূরণ আদায়ে কেউ যেন অসুদপায় অবলম্বন করতে না পারে সেজন্য বীমা সংশ্লিষ্টদের সতর্ক থাকার কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। উন্নত সমৃদ্ধ দেশ গঠনে বীমার গুরুত্ব উঠে আসে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে। (রেডিও টুডে ১৮৪৫ ঘ. ০১.০২.২০২৪ আসাদ)

নতুন সাতজন প্রতিমন্ত্রী নিয়োগের জন্য প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সরকার

প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান মন্ত্রিসভায় নতুন সাত প্রতিমন্ত্রী নিয়োগে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সরকার। আজ শুক্রবার মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ মাহবুব হোসেনের সই করা প্রজ্ঞাপনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। নতুন করে নিয়োগ পাওয়াদের মধ্যে চারজন সংরক্ষিত নারী আসনের এমপি। শপথ নিতে যারা ডাক পেয়েছেন তারা হলেন রাজশাহী-৫ আসনের সংসদ সদস্য আবদুল ওয়াদুদ, নওগাঁ-২ আসনের এমপি শহিদুজ্জামান সরকার, চট্টগ্রাম-১৪ আসনের এমপি নজরুল ইসলাম চৌধুরী, সংরক্ষিত নারী আসনের এমপি ও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক শামসুন্নাহার চাপা. সংরক্ষিত নারী আসনের এমপি ও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা অর্থ বিষয়ক সম্পাদক ওয়াসিকা আয়েশা খান, সংরক্ষিত নারী আসনের এমপি ও শহিদ কর্নেল নাজমুল হুদার মেয়ে নাহিদ ইজাহার খান এবং সংরক্ষিত নারী আসনের এমপি ও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক ডা. রোকেয়া সুলতানা। তবে তাদের কে কোন মন্ত্রণালয় তা এখনো জানানো হয়নি।
(রেডিও টুডে ১৮৪৫ ঘ. ০১.০২.২০২৪ আসাদ)

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নতুন আংশিক কমিটি ঘোষণা

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ৭ সদস্যের নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। নবগঠিত আংশিক কমিটিতে রাকিবুল ইসলাম রাকিব সভাপতি এবং নাসির উদ্দিন নাসিরকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে। শুক্রবার বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রাশেদ ইকবাল খান এবং সাধারণ সম্পাদক সাঈফ মাহমুদ জুয়েলের নেতৃত্বাধীন বিদ্যমান কমিটি বিলুপ্ত করে এই নতুন আংশিক কমিটি অনুমোদন করা হয়েছে। এছাড়া গণেশচন্দ্র রায় সাহসকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা-ছাত্রদলের সভাপতি এবং নাহিদুজ্জামান শিপনকে ঢাবি শাখার নতুন সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে।
(রেডিও টুডে ১৮৪৫ ঘ. ০১.০২.২০২৪ আসাদ)

জাগো এফএম

অগ্নিঝরা মার্চের প্রথম দিন আজ

অগ্নিঝরা মার্চের প্রথম দিন আজ। বাঙালির জীবনে নানান কারণে মার্চ মাস অন্তর্নিহিত শক্তির উৎস। এ মাসেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি পাকিস্তানি শাসকদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, 'সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। মরতে যখন শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না। রক্ত যখন দিয়েছি, আরো দেব। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।' ১৯৭১ এর ৭ই মার্চ তৎকালীন রেসর্কোস ময়দানে ঐতহাসিক ভাষণের সময় মুহূর্মুহু গর্জনে উত্তাল ছিল জনসমুদ্র। লক্ষ কণ্ঠের একই আওয়াজ উচ্চারতি হতে থাকে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। ঢাকাসহ গোটা দেশে পত পত করে উড়ছিল সবুজ জমিনের উপর লাল সূর্যের পতাকা। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষার জন্য যে আগুন জ্বলে উঠেছিল, সে আগুন ছড়িয়ে পড়ে বাংলার সর্বত্র। এরপর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ৬৬ সালের ছয়দফা এবং ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের সিঁড়ি বেয়ে একাত্তরের মার্চ বাঙালির জীবনে নিয়ে আসে নতুন বারতা। এ বছরের ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা। এর আগে ২৫শে মার্চ রাত একটার অল্প পরে বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানি সৈন্যরা গ্রেফতার করে তার বাড়ি থেকে। ২৫শে মার্চের কালরাতে পাকিস্তানিরা বাঙালির কণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়ার লক্ষ্যে অপারেশন সার্চলাইট নামে বাঙালি নিধনে নামে। ঢাকার রাস্তায় বেরিয়ে সৈন্যরা নির্বিচারে হাজার হাজার লোককে হত্যা করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হামলা চালিয়ে ছাত্র-শিক্ষককে হত্যা করে। এবার এ মাসেই জাতি

পালন করবে মহান স্বাধীনতার ৫৪ বছর। এ উপলক্ষ্যে মাসের প্রথম দিন থেকেই শুরু হবে সভা-সমাবেশ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নানান আয়োজনে মুখরিত থাকবে গোটা দেশ।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০১.০৩.২০২৪ প্রতীক)

বেইলি রোডে আগুনে হতাহতের ঘটনায় প্রধানমন্ত্রীর শোক

ঢাকার বেইলি রোডে গ্রিন কজি কটেজ ভবনে অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শুক্রবার, ১লা মার্চ সকালে এক শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী আগুনে পুড়ে মৃত্যুবরণকারীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন ও তাদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানান। বার্তায় আরো জানানো হয়, আহতদের দ্রুত চিকিৎসা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তাৎক্ষণিক নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তাছাড়া আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। বৃহস্পতিবার, ২৯শে ফেব্রুয়ারি রাত ৯টা ৫০ মিনিটে বেইলি রোডের কাচ্চি ভাই রেস্টুরেন্ট ভবনে আগুন লাগে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে ১১টা ৫০ মিনিটের দিকে। মাত্র দুই ঘণ্টায় আগুন লেগে প্রাণ গেছে ৪৩ জনের। দগ্ধ এবং আহত অনেকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাদের মধ্যে কারো কারো অবস্থা আশঙ্কাজনক। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০১.০৩.২০২৪ প্রতীক)

ভবনে অগ্নি নির্বাপক না থাকায় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষোভ

রাজধানীর বেইলি রোডের বাণিজ্যিক ভবনে অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা না থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, 'আমরা অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের ব্যবস্থা করেছি, তবুও মানুষ এতটা সচেতন নয়। আপনি একটি বহুতল ভবনে আগুন দেখেছেন যার কোনো অগ্নি নির্গমন ব্যবস্থা নেই। সেখানে কোনো অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা ছিল না।' শুক্রবার, ১লা মার্চ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় বীমা দিবস-২০২৪ উদযাপন অনুষ্ঠানে তিনি এ ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ভবন বা স্থাপনা তৈরির সময় তিনি সবসময় স্থাপত্যবিদদের অনুরোধ করেন যেন খোলা বারান্দা বা ভেন্টিলেশন এবং অগ্নি নির্বাপনের ব্যবস্থা রাখা হয়। এ বিষয়ে সরকার প্রধান বলেন, 'কিন্তু স্থাপত্যবিদরা সেভাবে নকশা করেন না আবার মালিকরা এক ইঞ্চি জায়গাও ছাড়তে চায় না। ৪৬ জন মানুষ মারা গেছেন। এর চেয়ে দুঃখ ও কষ্টের আর কী হতে পারে। অথচ আমরা ফায়ার এক্সটিংগুইশার লাগানোসহ অগ্নি নির্বাপন পথের ব্যবস্থা রাখার নির্দেশ বার বার দিচ্ছি। সেটা কিন্তু তারা মানে না।' শেখ হাসিনা অভিমত ব্যক্ত করেন যে, 'দেখা যাবে এখানে কোনো বিমাও করা ছিল না। কাজেই বিনিময়ে কিছু পাবেও না। এসব ক্ষেত্রে সচেতনতা আসলে খুব বেশি প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আরো ব্যাপকভাবে যাতে মানুষ সচেতন হয় সেই জন্য আপনারা, বিমা সংশ্লিষ্ট মহল চেষ্টা করবেন, আমাদের পক্ষ থেকে আমরা করে যাচ্ছি।' তিনি বলেন, 'আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ যাতে আরো বিমার দিকে এগিয়ে আসে সে বিষয়ে আপনারা আরো যত্নবান হবেন যাতে বিমা দাবিগুলো মানুষ সহজে পেতে পারে।' সরকারপ্রধান বলেন, 'যারা অসদুপায় অবলম্বনকারী তাদের কথা আমি বলছি না। প্রকৃতপক্ষে যাদের প্রাপ্য তারা যেন সহজে পেতে পারে। এদিকে একটু দৃষ্টি দিতে হবে। কারণ দেখা যায় যারা দুইনম্বরি করে তারা আবার পার পেয়ে যায়। কারণ তারা ম্যানেজ করে ফেলে। কাজেই কেউ যেন ম্যানেজ করতে না পারে আর সত্যিকার অর্থে যাদের প্রাপ্য তারা যেন সঠিকভাবে অল্প সময়ের মধ্যে বিমার টাকা পায় সেটাও ব্যাংকের মাধ্যমে আপনারা করে দিতে পারেন। এখনতো সুবিধা হয়ে গেছে। কাজেই সেদিকে আপনারা একটু দৃষ্টি দেবেন।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা সবাইকে সচেতন করতে 'বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স অ্যাসোসিয়েশন ও বীমা নিয়ন্ত্রণ সংস্থা আইডিআরএ'কে আরো জোরালো ভূমিকা রাখার জন্য আমি আহবান জানাচ্ছি।' অনুষ্ঠানে ব্যাংকের মাধ্যমে বীমা অর্থাৎ ব্যাংকের গ্রাহকরা প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যাংক থেকেই বিমা পলিসি যাতে নিতে পারেন সেইজন্য প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে 'ব্যাংকাস্যুরেন্স' এর উদ্‌বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে জাতীয় বীমা দিবস-২০২৪ উপলক্ষে বিমা দাবি পরিশোধের ভিত্তিতে চারটি প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা স্মারক দেন। তিনি দিবসটি উপলক্ষে স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যেও পুরস্কার বিতরণ করেন। অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। স্বাগত বক্তব্য দেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, আইডিআরএ-এর চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জয়নুল বারী ও বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স অ্যাসোসিয়েশন, বিআইএ-এর সভাপতি শেখ কবির হোসেনও অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠানে বিমাশিল্পের ওপর এবং 'ব্যাংকাস্যুরেন্স' এর ওপর নির্মিত পৃথক দুইটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের উদ্যোগে উদযাপিত দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, 'করবো বিমা গড়বো দেশ, স্মার্ট হবে বাংলাদেশ।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০১.০৩.২০২৪ প্রতীক)

বেইলি রোডে আগুনে হতাহতের ঘটনায় সেতুমন্ত্রীর শোক

রাজধানীর বেইলি রোডে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনায় শোক জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন তিনি।তিনি নিহতদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং তাদের পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজনসহ শোকসন্তপ্ত সবার প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। একই সঙ্গে তিনি আহতদের সুচিকিৎসা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের অনুরোধ জানিয়েছেন। বিবৃতিতে তিনি এ ঘটনার সঠিক তদন্ত

এবং দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বানও জানিয়েছেন। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০১.০৩.২০২৪ প্রতীক)

বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধিতে সাধারণ গ্রাহকের ওপর চাপ পড়বে না : সেতুমন্ত্রী

এবারের বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধিতে সাধারণ গ্রাহকদের ওপর কোনো চাপ পড়বে না বলে মন্তব্য করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। শুক্রবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে তিনি এ মন্তব্য করেন। ওবায়দুল কাদের বলেন, 'বর্তমানে দেশের শতভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে। বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি নিয়ে বিএনপি নেতারা মিথ্যাচার করছেন। এবারের দাম বৃদ্ধিতে সাধারণ গ্রাহকদের ওপর এর চাপ পড়বে না। বিদ্যুৎ খাতের ভর্তুকি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বড় গ্রাহক পর্যায়ে দাম কিছুটা বাড়ানো হবে।' বিএনপি-জামায়াতের শাসনামলে বিদ্যুৎ খাতে ২১ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছিল উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, '১৯৯৬-২০০১ সময়কালে আওয়ামী লীগ সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন ৪ হাজার ২০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করেছিল। অথচ পরবর্তীতে বিএনপি-জামায়াত জোট ক্ষমতায় এসে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৩ হাজার ১০০ মেগাওয়াটে নামিয়ে এনেছিল। বিএনপির সময় দিনে ১৮ ঘণ্টা লোডশেডিং হতো। বিদ্যুতের দাবিতে আন্দোলনরত কৃষককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল।' তিনি আরো বলেন, 'বিদ্যুতের পরিবর্তে শুধু খাম্বা স্থাপন করে দেশবাসীর সঙ্গে তামাশা করা হয়েছিল। বিএনপি এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারেনি, উল্টো ৫ বছরে ৯ বার বিদ্যুতের দাম বাড়িয়েছিল। সেখানে শেখ হাসিনার সময়োপযোগী পদক্ষেপের কল্যাণে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা এখন ২৯ হাজার ৭০০ মেগাওয়াটে উন্নীত।' বিবৃতিতে ওবায়দুল কাদের বলেন, 'জনগণ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে বিএনপি নেতারা তাদের বিদেশি প্রভুদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিদেশি রাষ্ট্রদূতকে ভগবান জ্ঞান করে রাজনীতি করছে। যারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও নির্বাচনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না, তারা জনগণের ক্ষমতায়নেও বিশ্বাস করে না।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০১.০৩.২০২৪ প্রতীক)

বেইলি রোডে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনায় বিরোধীদলীয় নেতার গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ

বেইলি রোডে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ৪৬ জন নিহত হওয়ার ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও বিরোধীদলীয় নেতা জি এম কাদের। শুক্রবার, ১লা মার্চ এক শোকবার্তায় নিহতদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন তিনি। পাশাপাশি শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনাও জানিয়েছেন জি এম কাদের। শোকবার্তায় জাপা চেয়ারম্যান বলেন, 'ভয়াবহ দুর্ঘটনা যেন নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন ভয়াবহ দুঃসংবাদ মেনে নেওয়া যায় না। মানুষের জীবনের যেন দামই নেই।' তিনি বলেন, 'তদন্তে কারো দায় প্রমাণ হলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। আহতদের সুচিকিৎসা এবং নিহতদের পরিবারকে যৌক্তিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।' বহু মানুষের প্রাণহানির ঘটনায় একইভাবে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব ও বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ মোঃ মুজিবুল হক চুন্নু। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০১.০৩.২০২৪ প্রতীক)

বেইলি রোডে আগুনে দগ্ধদের চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী

রাজধানীর বেইলি রোডে গ্রিন কজি কটেজ ভবনে অগ্নিকাণ্ডে নারী-শিশুসহ এখন পর্যন্ত ৪৬ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন। এরমধ্যে ৪১ জনের মরদেহ শনাক্ত হয়েছে। শনাক্ত হয়নি আরো ৫ জনের মরদেহ। পরিচয় নিশ্চিত হয়ে হস্তান্তর করা হয়েছে ৩৮টি মরদেহ। শুক্রবার, ১লা মার্চ সকালে অগ্নিদগ্ধ রোগীদের দেখতে এসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব তথ্য জানান মন্ত্রী। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, 'এখন পর্যন্ত শেখ হাসিনা বার্ন এ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ১০টি ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৩৬টি মরদেহ এসেছে। এ দুই হাসপাতালে আরো ১২ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তারা কেউই শঙ্কামুক্ত নন। আরো ৫টি মরদেহ আছে যেগুলো শনাক্ত করা যায়নি।' তিনি বলেন, 'পুড়ে যাওয়া সবাই কার্বন মনোক্সাইড বিষক্রিয়ায় মারা গেছে। একটা বদ্ধ ঘরে থেকে প্রবেশ করতে না পারায় ধোঁয়া শ্বাসনালীতে চলে যায়। মারা যাওয়া প্রত্যেকেরই এমনটা হয়েছে। যাদের বেশি হয়েছে, দুঃখজনকভাবে তারা বাঁচতে পারেননি। এখনো যারা চিকিৎসাধীন রয়েছেন, কেউই শঙ্কামুক্ত নন। বিষয়টি নিয়ে আমরা আবারো বসবো।' প্রধানমন্ত্রী চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছেন জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'আহতদের খোঁজ রাখছেন প্রধানমন্ত্রী। চিকিৎসায় যা যা দরকার সব ব্যবস্থা নিতে বলেছেন।' এসময় হাসপাতালে ভিড় না করার জন্য অনুরোধ জানান মন্ত্রী। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০১.০৩.২০২৪ প্রতীক)

রাজধানীর বেইলি রোডে অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনায় বিএনপি মহাসচিবের শোক

গতরাতে রাজধানীর বেইলি রোডে একটি বহুতল ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেছেন, 'দেশে আইনের শাসন না থাকলে দুর্ঘটনা ও বিপর্যয় ঘটতেই থাকে। কারণ সরকারকে জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। ফলে জনসমাজে নৈরাজ্য বিরাজ করে বলেই নানান দুর্ঘটনা ঘটে ও মানুষের প্রাণ ঝরে যায়।' বিএনপি মহাসচিব বলেন, 'গতকাল রাত পৌনে দশটায় রাজধানীর বেইলি রোডের একটি বহুতল ভবনে লাগা ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে এ পর্যন্ত ৪৫ জনের নির্মম মৃত্যু এবং এখনো হাসপাতালের বিছানায় আগুনে দগ্ধ মানুষের আহাজারি হৃদয়বিদারক ও মর্মস্পর্শী। মৃতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকগণ জানিয়েছেন।' মির্জা ফখরুল বলেন, 'ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে

নিহত ও আহতদের স্বজনদের মতো আমিও গভীরভাবে ব্যথিত ও শোকাহত। আমি মহান আল্লাহর নিকট দোয়া করি, শোকার্ত পরিবারগুলো যেন তাদের স্বজন হারানোর বেদনা কাটিয়ে উঠতে, ধৈর্য ধারণ করতে পারেন।' বিএনপি মহাসচিব শোকবার্তায় নিহতদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যবর্গ, আত্মীয়স্বজন, গুণগ্রাহী ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। তিনি অগ্নিদগ্ধদের আশু সুস্থতা কামনা করেন। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০১.০৩.২০২৪ প্রতীক)

ট্রেন বাড়ানোসহ বন্ধ স্টেশন চালুর সিদ্ধান্ত হয়েছে : রেলমন্ত্রী

রেলমন্ত্রী মোঃ জিল্লুল হাকিম বলেছেন, 'ট্রেন বাড়ানোসহ বন্ধ স্টেশন চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রেলের টিকেট শুধু অনলাইনে বিক্রি হবে না স্টেশনেও পাওয়া যাবে।' শুক্রবার, ১লা মার্চ বেলা সোয়া ১১টার দিকে রাজবাড়ী রেলওয়ে স্টেশন পরিদর্শন শেষে তিনি এসব কথা বলেন। মোঃ জিল্লুল হাকিম বলেন, 'বন্ধ স্টেশনগুলো চালু করার চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যে স্টেশন মাস্টার নিয়োগ পরীক্ষা হয়ে গেছে। যারা পাশ করবে তাদের ট্রেনিং দিয়ে স্টেশনগুলো চালু করা হবে।' এ সময় স্টেশন প্রাঙ্গনে জেলা প্রশাসক আবু কায়সার খান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রেজাউল করিম, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এ কে এম সফিকুল মোরশেদ আরুজ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি জাকারিয়া মাসুদ রাজিব, রাজবাড়ী রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার তন্ময় কুমার দত্ত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০১.০৩.২০২৪ প্রতীক)

ইমারত বিধিমালা নেক্কারজনকভাবে লঙ্ঘন হচ্ছে : মেয়র তাপস

ভবন নির্মাণে ইমারত বিধিমালা নেক্কারজনকভাবে লঙ্ঘন হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস। তিনি বলেন, 'এ ক্ষেত্রে তদারকির গাফিলতি রয়েছে, তদারকি পর্যাপ্ত হচ্ছে না।' শুক্রবার, ১লা মার্চ বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে রাজধানীর বেইলি রোডে আগুন লাগা বহুতল ভবন পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি। মেয়র বলেন, 'বিভিন্নভাবে নকশা অনুমোদন করা হচ্ছে কিন্তু সেসব নকশায় ইমারত বিধিমালা মানা হচ্ছে হচ্ছে না। দ্বিতীয়ত অনেক ক্ষেত্রে নকশা ঠিক থাকলেও যখন ভবন নির্মাণ হচ্ছে তখন ব্যত্যয় হচ্ছে।' দুর্ঘটনার পর নজর দেওয়া হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, 'কিন্তু নজর দিয়ে আমরা কী পাচ্ছি? একই কারণ পাচ্ছি, ইমারত বিধিমালা নেক্কারজনকভাবে লঙ্ঘন হচ্ছে। ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রকৌশলী থেকে স্থপতি ও যারা মালিক সবাইকেই সেই দায়িত্ব বহন করতে হবে।' মেয়র তাপস আরো বলেন, 'তদারকির জায়গায় গাফিলতি রয়েছে, পর্যাপ্ত হচ্ছে না। এজন্য আমরা বলেছি, ভবন নির্মাণের আগে সিটি কর্পোরেশনের অনুমতির বাধ্যবাধকতা করা হলে আমরা সেই তদারকি করতে প্রস্তুত। কারণ আমাদের জবাবদিহিতা করতে হয় জনগণের কাছে। অন্য কর্তৃপক্ষের জনগণের কাছে জবাবদিহিতা নেই।' সিটি কর্পোরেশনের ভ্রাম্যমাণ আদালতসহ সব ক্ষমতা ব্যবহার করে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে চান বলে জানান শেখ ফজলে নূর তাপস। তিনি বলেন, 'সেই সুযোগ দিলে আমরা অবশ্যই করব।' আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ভবনটির ব্যত্যয় হয়েছে যখন নির্মাণ করা হয়েছে তখন। পাঁচতলার উর্ধ্বে কোনো ভবন হলে দুটি সিঁড়ি থাকতে হবে। এই ভবনে তা ছিল না। সিঁড়ি প্রশস্ত থাকার কথা কিন্তু ভবনে একটি মাত্র সিঁড়ি তাও প্রশস্ত নয়। এছাড়া ভবনটি বাণিজ্যিক কাজের জন্য অনুমোদন নেওয়ার পরও আবাসিক করা হয়েছে বিনা অনুমতিতে। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০১.০৩.২০২৪ প্রতীক)

অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে সবাইকে দায়িত্বশীল হতে হবে : বাহাউদ্দিন নাছিম

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা-৮ আসনের সংসদ সদস্য কৃষিবিদ আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম বলেছেন, 'অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে সবাইকে দায়িত্বশীল হতে হবে। যারা ভবন নির্মাণ করবেন, যারা এর দেখভালের দায়িত্বে তারা-সহ সবাই আইন মেনে চললে অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধ করতে পারব। ভবন নির্মাণের সময় ফায়ার সার্ভিসের নীতিমালা মেনে চলতে হবে, প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভবনে রাখতে হবে।' শুক্রবার, ১লা মার্চ দুপুরে বেইলি রোডে আগুনের ঘটনায় মারা যাওয়া ভিকারুননিসা নূন স্কুল এ্যান্ড কলেজের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষিকা লুৎফুন নাহার করিম ও তার মেয়ে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী জান্নাতি তাজরিন নিকিতার জানাজায় উপস্থিত হয়ে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, 'বৃহস্পতিবার রাতে বেইলি রোডে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সারাদেশের মানুষ শোকাহত। এই হৃদয়বিদারক ও মর্মান্তিক ঘটনা যেন আর কারো সঙ্গে না ঘটে এবং এমন অগ্নিকাণ্ড যাতে আর না হয় আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করব। এছাড়া আমাদের সবাইকে একটু সতর্কতার সঙ্গে চলাফেরা করতে হবে। গ্যাস লিকেজ, বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট-সহ অনেক কিছুর মাধ্যমেই দুর্ঘটনা হয়ে থাকে। এগুলো থেকে যতটা সতর্ক থাকা যায় আমাদের সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।' তিনি আরো বলেন, 'আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এ বিষয়ে কাজ করছে। এই ঘটনায় যদি কারো কোনো দায় বা অবহেলা থাকে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আইনগতভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' ভিকারুননিসার শিক্ষিকা লুৎফুন নাহারের কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, 'লুৎফুন নাহার একজন ভালো মানুষ ছিলেন। তিনি সাদামাটা ও বিনয়ী ছিলেন। তার চলে যাওয়ায় আমরা মর্মাহত। আমরা তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা ও সহমর্মিতা প্রকাশ করছি। ভিকারুননিসা নূন স্কুল এ্যান্ড কলেজের শিক্ষিকার জানাযায় অংশগ্রহণের পূর্বে বাহাউদ্দিন নাছিম পীর জঙ্গি মাজার সংলগ্ন মসজিদে জুমার নামাজ আদায় শেষে বেইলি রোডে আগুনের ঘটনায় দশ নং ওয়ার্ডের মারা যাওয়া দুইজনের জানাজার নামাজে অংশগ্রহন করেন। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০১.০৩.২০২৪ প্রতীক)

বেইলি রোডে আগুনের ঘটনায় ইসলামী আন্দোলনের শোক

রাজধানীর বেইলি রোডের একটি বহুতল ভবনে লাগা ভয়াবহ আগুনে ৪৬ জনের হৃদয়বিদারক প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম পীর সাহেব চরমোনাই।শুক্রবার, ১লা মার্চ এক শোকবার্তায় ইসলামী আন্দোলনের আমির বলেন, 'বৃহস্পতিবার রাত পৌনে দশটায় বেইলি রোডের একটি বহুতল ভবনে লাগা ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে এ পর্যন্ত ৪৬ জনের মৃত্যুর খবর জানানো হয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। আমরা এ ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছি।' পীর সাহেব চরমোনাই বলেন, 'দেশে আইনের শাসন না থাকলে দুর্ঘটনা ও বিপর্যয় ঘটতেই থাকে। কারণ সরকারকে জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। অতীতের কোনো অগ্নিকাণ্ডের রহস্য উদঘাটন হয়নি। বেইলি রোডের অগ্নিকাণ্ডের রহস্য উদঘাটন করে ব্যবস্থা নিন।' তিনি বলেন, 'বেইলি রোডের বহুতল ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে হতাহতদের স্বজনদের মতো আমিও গভীরভাবে ব্যথিত ও শোকাহত।' পীর সাহেব চরমোনাই তার শোকবার্তায় নিহতদের মাগফিরাত কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। সেইসঙ্গে আহতদের আশু সুস্থতা কামনা করেন। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০১.০৩.২০২৪ প্রতীক)

বেইলি রোডে আগুনের ঘটনায় আইজিপির শোক, পুলিশ সপ্তাহের অনুষ্ঠান বাতিল

রাজধানীর বেইলি রোডের বহুতল ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক, আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন। আইজিপি অগ্নিকাণ্ডের পরপরই রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে পুলিশ সপ্তাহের চলমান অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত করে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যান। তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন এবং উদ্ধার কার্যক্রম তদারকি করেন। পুলিশ প্রধান হতাহতদের দেখতে গভীর রাতে শেখ হাসিনা বার্ণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতালে যান। এ মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ সপ্তাহ ২০২৪ এর শুক্রবারের মত বিনিময় সভা বাতিল করা হয়েছে। সাধারণত এ মত বিনিময় সভার পাশাপাশি পুলিশ কর্মকর্তা ও তাদের পরিবারের সদস্যদের গেট টুগেদার হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পুলিশের একজন অতিরিক্ত ডিআইজির বুয়েটে পড়ুয়া মেয়েও অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন। আইজিপি নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন। তিনি আহত ও চিকিৎসাধীনদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০১.০৩.২০২৪ প্রতীক)

বুয়েট শিক্ষার্থী লামিশাকে দাফন সম্পন্ন

রাজধানীর বেইলি রোডে বহুতল ভবনে খাবারের দোকানে অগ্নিকাণ্ডে নিহত বুয়েট শিক্ষার্থী লামিশা ইসলামের দাফন সম্পন্ন হয়েছে। শুক্রবার, ১লা মার্চ জুমার নামাজের পর ফরিদপুর শহরের চকবাজার জামে মসজিদে জানাজা শেষে তাকে আলীপুর গোরস্থানে দাফন করা হয়। জানাজায় সদর আসনের এমপি এ কে আজাদ, জেলা প্রশাসক কামরুল আহসান-সহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন। এর আগে বেলা পৌনে ১১টার দিকে পুলিশের লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্সে লামিশার মরদেহ নিয়ে শহরের দক্ষিণ ঝিলটুলীর বাড়িতে পৌঁছে। এসময় সেখানে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। লামিশা অতিরিক্ত ডিআইজি ও ফরিদপুর শহরের কমলাপুরের বাসিন্দা নাসিরুল ইসলাম শামীমের মেয়ে। মৃত্যুর আগে বাবার কাছে সাহায্য চেয়ে ফোন করেছিলেন। কিন্তু তাকে জীবিত উদ্ধার করা যায়নি। নিহত লামিশা বুয়েটের মেকানিক্যাল বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিলেন। দুই বোনের মধ্যে তিনি বড়। ২০১৮ সালে মারা গেছেন লামিশার মা আফরিনা মাহমুদ মিতু। এরপর ছোট বোন আর বাবাকে আগলে রাখতেন লামিশা। বৃহস্পতিবার রাতে বেইলি রোডের সাততলা ভবনটিতে আগুন লাগে। এতে এখন পর্যন্ত নিহত হয়েছেন ৪৬ জন। হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ২২ জন। তারা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০১.০৩.২০২৪ প্রতীক)

ভবনটিকে আগেও অগ্নিনিরাপত্তার নোটিশ দেওয়া হয়েছিল : সুরক্ষা সচিব

রাজধানীর বেইলি রোডের গ্রিন কজি কটেজ ভবনটিকে আগেই অগ্নিনিরাপত্তা সংক্রান্ত নোটিশ দেওয়া হয়েছিল বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী। শুক্রবার, ১লা মার্চ দুপুরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ তথ্য জানান। মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী বলেন, 'অগ্নিকাণ্ডে অনেকে মারা গেছেন। এই মৃত্যু কাম্য নয়। এই মৃত্যু কখনো মেনে নেওয়া যায় না। এই ভবনটাতে একটা মাত্র সিঁড়ি আছে। ধোঁয়ার কারণে মানুষ যেখানে অচেতন হয়ে পড়েছিল। আমরা একটি তদন্ত কমিটি করেছি, আমরা আসলে দেখতে চাই কারো কোনো গাফিলতি ছিল কি না।' তিনি বলেন, 'এই ভবনে ফায়ার সেফটি প্ল্যান ছিল কি না আমরা তদন্তে দেখতে চাই। এছাড়া ভবন নির্মাণ করতে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অনুমতি ছিল কি না তাও আমরা তদন্ত করে দেখব। আমরা তদন্তে দেখতে পাবো কীভাবে আগুন লেগেছে এবং এখানে কারো গাফিলতি ছিল কি না।' ভবনটিতে অফিস করার অনুমতি ছিল। কিন্তু অফিস না করে এখানে বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট-সহ দোকান করা হয়েছে, এ বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে সচিব বলেন, 'আমরা শুধু ফায়ার সেফটি প্ল্যানটা দেখি। এ বিষয়ে রাজউক বলতে

পারবে। তবে এ বিষয়টি আমরাও তদন্ত করে দেখবো।' আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী আরো বলেন, এই ভবনটাকে এর আগেও অগ্নিনিরাপত্তা সংক্রান্ত নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। আমরা মনে করি যারা ব্যবসা করেন, তাদের সবাইকে অগ্নিনিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রাখা দরকার।' আগুনের সূত্রপাত কোথা থেকে হয়েছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আগুনের সূত্রপাত হয়েছিল নিচতলা থেকে। আমাদের প্রাথমিকভাবে ধারণা গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০১.০৩.২০২৪ প্রতীক)

শপথ নিলেন সাত প্রতিমন্ত্রী

প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন সাত এমপি। শুক্রবার, ১লা মার্চ সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় বঙ্গভবনে তাদের শপথ পড়ান রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পর প্রধানমন্ত্রী-সহ ৩৭ সদস্যের মন্ত্রিসভা গঠন করে সরকার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্ব ২৫ মন্ত্রী ও ১১ প্রতিমন্ত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু করে সেই সরকার। দুই মাস না পেরুতেই সেই মন্ত্রী পরিষদের যুক্ত হলেন আরো সাত সদস্য। নতুন প্রতিমন্ত্রীরা হলেন, নওগাঁ-২ আসনের এমপি মোঃ শহীদুজ্জামান সরকার, রাজশাহী-৫ আসনের এমপি মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ, চট্টগ্রাম-১৪ আসনের মোঃ নজরুল ইসলাম চৌধুরী, সংরক্ষিত মহিলা আসনের রোকেয়া সুলতানা, শামসুন নাহার, ওয়াসিকা আয়শা খান ও নাহিদ ইজাহার খান। শপথ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী-সহ মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য, সংসদ সদস্যসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০১.০৩.২০২৪ প্রতীক)

চুমুক রেস্টুরেন্টের দুই মালিক ও কাচ্চি ভাইয়ের ম্যানেজার আটক

রাজধানীর বেইলি রোডে আগুন লাগা ভবনের নিচতলার চুমুক রেস্টুরেন্টের দুইজন মালিক ও কাচ্চি ভাই রেস্টুরেন্টের ম্যানেজারকে আটক করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ ডিএমপি। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আটকরা হলেন- চুমুক রেস্টুরেন্টের মালিক আনোয়ারুল হক ও শাকিল আহমেদ রিমন এবং কাচ্চি ভাইয়ের ম্যানেজার জিসান। শুক্রবার, ১লা মার্চ সন্ধ্যায় ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে বেইলি রোডের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সার্বিক পরিস্থিতি সংক্রান্ত মিডিয়া ব্রিফিংয়ে এ কথা জানান ঢাকা মহানগর পুলিশ, ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার ড. মহিদ উদ্দিন। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এখন পর্যন্ত মারা যাওয়া ৪৬ জনের মধ্যে ৪১ জনের নাম-পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে ৪০ জনের মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আর পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার জন্য তিনজনের মরদেহ ডিএনএ টেস্টের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০১.০৩.২০২৪ প্রতীক)

করোনায় আরো ১ জনের মৃত্যু, শনাক্ত ৫৩

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ৫৩ জনের দেহে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে মোট আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০ লাখ ৪৮ হাজার ৫১৭ জনে। এ সময়ে করোনায় আক্রান্ত হয়ে আরো একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ২৯ হাজার ৪৯১ জনে দাঁড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার, ২৯শে ফেব্রুয়ারি স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে পাঠানো করোনা বিষয়ক নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২৪ ঘণ্টায় করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন ৪৭ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৫ হাজার ৫০২ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় পরীক্ষা করা হয় ৭৩৫ জনের নমুনা। পরীক্ষার বিপরীতে শনাক্তের হার ৭ দশমিক ২১ শতাংশ। মহামারির শুরু থেকে এ পর্যন্ত মোট শনাক্তের হার ১৩ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০১.০৩.২০২৪ প্রতীক)

BBC

GAZA: CHECKING ISRAEL'S CLAIM TO HAVE KILLED 10,000 HAMAS FIGHTERS

The Israeli military says it has killed more than 10,000 fighters in its air strikes and ground operations in response to the Hamas attack which killed about 1,200 people. But there are concerns about whether it is able to separate fighters from ordinary civilians. President Joe Biden said in December that Israel had the support of the world as well as the US, but "they're starting to lose that support by the indiscriminate bombing that takes place". The Israel Defense Forces (IDF) have consistently defended their tactics, stressing that they are trying to be precise in their targeting of Hamas fighters and infrastructure, while seeking to minimize civilian deaths. (BBC Web page : 01.03.2024 Ali Ahmed)

MORE THAN 30,000 KILLED IN GAZA, HAMAS-RUN HEALTH MINISTRY SAYS

That number equates to about 1.3% of the 2.3 million population of the territory - the latest grim marker of the awful toll of this war. The ministry says that the majority of those killed were women and children. Its figures do not differentiate between civilians and fighters when identifying those killed. In its daily update on Thursday, the ministry said 81 people had been killed in the last 24 hours, bringing the total to 30,035. The actual number of dead is likely to be far higher as the count does not include those who have not reached hospitals, among them thousands of people still lost under the rubble of buildings hit by Israeli air strikes.
(BBC Web page : 01.03.2024 Ali Ahmed)

US SAYS FALLING TRADE WITH CHINA COULD BE POSITIVE

Katherine Tai said it "isn't necessarily negative. It could be a positive indication of diversification on both sides." The amount of goods the world's two biggest economies sold to each other fell 17% last year. It comes amid deepening divisions in the global economy. Those differences were exposed again with the US announcing an investigation in to what it said was a potential national security risk from cars made in China, citing fears that tech-connected cars could collect personal data or be controlled remotely. Chinese car companies have been expanding their presence in other parts of the world but have virtually no presence in the US, where they already face import duties of 25%.

VIETNAM: LEAKED COMMUNIST PARTY DOCUMENT WARNS OF 'HOSTILE FORCES'

Once better known for sitting quietly in the strategic shadows, its leaders almost unknown to the rest of the world, Vietnam is now being courted by everyone. US President Joe Biden and and Chinese leader Xi Jinping both visited last year. The US saw its relationship with Vietnam elevated to the highest level possible, that of a "comprehensive strategic partnership". Vietnam has agreed to 18 existing or planned free trade arrangements. Its collaboration is being sought on climate change, supply chain resilience, pandemic preparedness and a host of other issues. It is viewed as a vital regional player in the growing US-China rivalry; in the South China Sea, where it contests China's claim to some island groups; and as the best alternative to China for outsourcing manufacturing.

(BBC Web page : 01.03.2024 Ali Ahmed)

ISLAND VOLCANO: TOUR OPERATORS ORDERED TO PAY MILLIONS TO VICTIMS

In December 2019, 47 people were touring the volcano when it erupted, killing nearly half of the group and gravely injuring everyone else. The firms which owned the island and operated tours were found guilty last year of negligence and safety breaches. Their failure to provide proper checks had ruined many lives, the court said. The volcano had been showing signs of heightened activity in the weeks leading up to the eruption but operators ignored these, the court said. On Friday, the Auckland District Court ordered the company which owned the island, Whakaari Management Limited, to pay NZ$4.57m in damages to victims. Whakaari Management - named after the Māori name for the island - licenced tour groups to visit the volcano. (BBC Web page : 01.03.2024 Ali Ahmed)

POISON SELLER TIED TO SUICIDE FORUM TRACKED DOWN BY BBC

Leonid Zakutenko advertised his services on a website promoting suicide and he told an undercover reporter he sent five parcels a week to the UK. He has been supplying the same substance as Canadian Kenneth Law, who was arrested last year and is now facing 14 murder charges. Mr Zakutenko denied the claims when challenged by the BBC. He was tracked down to his home in Kyiv and denied that he sold the deadly chemical, which the BBC is choosing not to name. However, our investigation found that he has been supplying the substance for years. The chemical can legally be sold in the UK, but only to companies using it for a legitimate purpose. (BBC Web page : 01.03.2024 Ali Ahmed)

ANANT AMBANI: WORLD'S RICH IN INDIA FOR TYCOON SON'S PRE-WEDDING GALA

Mark Zuckerberg, Rihanna and Bill Gates are among the guests at the pre-wedding gala hosted by Reliance Industries chairman Mukesh Ambani for his son. Anant Ambani, 28, is set to marry Radhika Merchant in July. Bollywood stars including Shah Rukh Khan and Amitabh Bachchan are also at the three-day event in Jamnagar city. Mukesh Ambani, 66, is currently the world's 10th richest man with a net worth of $115bn, according to Forbes. Reliance Industries, founded by his father in 1966, is a massive conglomerate that operates in sectors ranging from refining and retail to financial services and telecom.

BBC VISITS IRAN POLLING STATION AS VOTING BEGINS

Voting is under way in Iran as the country holds its first elections since the 2022 anti-government protests. Friday's elections are seen as a crucial test of legitimacy and national support for Iran's leadership - but a low turnout is expected. Voter apathy remains high following a period of unrest after the death of a young woman detained by morality police for wearing an "improper" hijab. The BBC's Carrie Davies, who is in Tehran, says concerns over voter numbers raise "questions of legitimacy for the government".

(BBC Web page : 01.03.2024 Ali Ahmed)

IRAN ELECTIONS: POLLS OPEN IN FIRST ELECTIONS SINCE MASS PROTESTS

Friday's elections are seen as a crucial test of legitimacy and national support for Iran's leadership - but a low turnout is expected. Voter apathy remains high following a period of unrest after the death of Mahsa Amini - who was detained for wearing an "improper" hijab. More than 61.2 million people are eligible to vote. Two separate polls are taking place on Friday: one to elect the next members of parliament, and another to elect members of the Assembly of Experts. The assembly selects and oversees Iran's most powerful figure and commander-in-chief, the supreme leader - who makes key decisions on issues important to voters, such as social freedoms and economic conditions.

(BBC Web page : 01.03.2024 Ali Ahmed)

MOROCCAN IS FIGHTERS SENTENCED TO DEATH IN SOMALIA

The men will be executed by a firing squad if their appeal, which they have one month to file, is unsuccessful. "They came to Somalia to support Isis [IS} and destroy and shed blood," the court's deputy chairman, Col Ali Ibrahim Osman, told VOA Somali. The men's lawyer said they had been misled into joining IS and were seeking to be deported to Morocco. It is the first-time authorities in the semi-autonomous Puntland region have charged or sentenced foreigners for joining IS. The military court also gave an Ethiopian and a Somali 10-year prison sentences each, while freeing another Somali defendant due to insufficient evidence.

(BBC Web page : 01.03.2024 Ali Ahmed)

ISRAEL-GAZA WAR: UN CHIEF URGES PROBE INTO AID CONVOY TRAGEDY

At least 117 people were killed and more than 760 injured on Thursday as they crowded around aid lorries. UN Secretary General António Guterres condemned the incident and said "desperate civilians" need urgent help. Hamas accused Israel of firing at civilians, but Israel said most died in a crush after it fired warning shots. On Thursday international criticism of Israel mounted with French President Emmanuel Macron saying civilians had been "targeted by Israeli soldiers". The EU's foreign policy chief, Josep Borell, described the incident as "totally unacceptable carnage".(BBC Web page : 01.03.2024 Ali Ahmed)

KENYAN POLICE TO TACKLE HAITI GANG VIOLENCE

Last year, Kenya volunteered to lead a multinational security force in the troubled Caribbean nation. Yet in January the High Court blocked the plan, ruling the government did not have the authority to deploy police to other countries without an agreement. It also ruled that the National Security Council lacks the legal authority to send police outside Kenya. On Thursday, Haiti's PM arrived in the East African state to salvage the plan. In January, a UN envoy said that gang violence in Haiti had reached "a critical point", with nearly 5,000 deaths reported last year, more than double the number seen in 2022. While in that month alone, more than 1,100 people were killed, injured or kidnapped.

(BBC Web page : 01.03.2024 Ali Ahmed)

:: The End ::